চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • গোয়াহাটি • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 22 September, 2020 ■ আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিকিৎসায় বিলম্বতা করোনাক্রান্তের মৃত্যুর অন্যতম কারণ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে দেরিতে আনার জন্য করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে দাবি করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় কোভিড-১৯ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট কোভিড পজিটিভ রোগীর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৩৯ জনের। তার মধ্যে ১৬০ জন রোগী অর্থাৎ মৃতদের ৬৭ শতাংশের অন্যান্য রোগের সমস্যা ছিল। ৩৩ শতাংশ ছিলেন ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধ। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, রাজ্যে মোট মৃতের সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে ভরতির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। এতে বোঝা যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে দেরিতে আনা হয়েছে। রাজ্যের মোট মৃত্যুর নিরিখে মৃত্যুর হার হচ্ছে ১.১০ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় ১.৬২ শতাংশ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে, স্বল্প সংখ্যক মানুষ রোগের লক্ষণ আড়াল করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসপাতালে ভরতির ক্ষেত্রে অনীহা দেখিয়েছেন। পরিস্থিতির বিবেচনা করে রাজ্য সরকার রোগীদের হোম আইসোলেশন বা বাড়িতে নিভৃতবাসে থাকার অনুমোদন দিয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে হোম আইসোলেশনে রোগীর সংখ্যা ৫,৪৫৬। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হোম আইসোলেশনে থাকা আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের ১,৫০০ টাকা করে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সঠিকভাবে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য মেডিক্যাল টিম, প্রতিটি রোগীর জন্য রেজিস্টার নিবন্ধন করেছেন। এই রোগীদের ওষুধ ও পালস অক্সিমিটার দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য রাজ্য সরকার জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের নিয়ে জেলাভিত্তিক কল সেন্টার স্থাপন করেছে।

তিনি জানান, সম্প্রতি ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ জনিত প্রস্তুতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশেষজ্ঞ দল ১০ দিনের সফরে রাজ্যে এসেছিলেন। সফরকালে বিশেষজ্ঞ দল আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনে যায়। বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট অনুসারে পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি সন্তোষজনক। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ দল কিছু পরামর্শ দিয়েছে, যা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে সঠিকভাবে মাস্ক পরিধান না করা এবং সামাজিক দূরত্ব না মানায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলির ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

যে কোনও ধরনের গুজবকে যাতে প্রশ্রয় না দেওয়া হয় তার জন্য রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণ এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে বিনম্র অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমনিতেই করোনা সংক্রান্ত কোনও রকম অসমর্থিত এবং ভুল তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী নিয়ে দিল্লীতে বৈঠক গেলেন মুখ্যমন্ত্রী পুনর্বাসনের বিরোধিতায় আজ বন্‌ধ কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর/ আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে ফের পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। আজ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে জরুরি বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য দিল্লি ছুটে গেছেন। অন্যদিকে, আগামীকাল ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের প্রতিবাদে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় সম্মিলিতভাবে জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছে। ফলে ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে ত্রিপুরায় আগামীদিনে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দুপুরে দিল্লি গিয়েছেন। সূত্রের খবর, আগামীকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে তিনি বৈঠকে মিলিত হবেন। ওই বৈঠকে অসমের অর্থ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পূর্তমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া ব্রু শরণার্থী সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য পদস্থ আধিকারিকরাও বৈঠকে অংশ নেবেন। সূত্রের দাবি, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসন নিয়ে ওই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ত্রিপুরা সরকার দুই দশকের অধিক সময়ের ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে পথ খুঁজে বের করেছে। তাদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনেও নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের নাগরিকরা তাঁদের ওই এলাকায় পুনর্বাসনে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। এছাড়া, ব্রু শরণার্থীরাও ত্রিপুরা সরকারের বাছাই করা স্থানে পুনর্বাসনে সম্পূর্ণ একমত হচ্ছেন না। ফলে, সমস্যার সমাধান সত্ত্বেও নতুন করে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের প্রতিবাদে আগামীকাল সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বনধ পালন করা হবে। জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ সম্মিলিতভাবে ওই বনধ পালন করবে। ওই সময়ে কাঞ্চনপুর মহকুমায় সমস্ত দোকানপাট এবং যান চলাচল বন্ধ থাকবে। আজ মাইকিং করে সমস্ত মহাকুমবাসীকে বনধ সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামীকালের বনধ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসায় গাফিলতিতে আইনজীবী ভাস্করের মৃত্যু, প্রমাণিত ডেথ অডিট টিমের রিপোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। চিকিৎসায় গাফিলতিতেই আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়েরে মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্য সরকারের গঠিত ডেথ অডিট টিমের রিপোর্টে একথা প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করেন আইনজীবী পুলক সাহা। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে আইনজীবী ভাস্কর দেবরায় মৃত্যুর ঘটনায় জনস্বার্থ মামলায় শুনানিতে ওই তথ্য উঠে এসেছে। পুলকবাবু জানিয়েছেন, চিকিৎসায় গাফিলতির পাশাপাশি জিবি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের পরিকাঠামোর যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ডেথ অডিট টিম রিপোর্টে সেই কথাও উল্লেখ করেছে। আগামী সোমবার এই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে আদালত। ওইদিন তদন্তকারী অফিসারের কাছে মামলার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে উচ্চ আদালত।

প্রসঙ্গত, গত সাত মার্চ রাতে আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধলেশ্বরের এক রাস্তা থেকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর কর্মীরা জিবি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করেন। কিন্তু, রাত তিনটা পর্যন্ত তাঁর কোন চিকিৎসা না হওয়ায় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ভাস্কর দেবরায়ের মৃত্যু হয়। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মন জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ভাস্করের দেহে সতেরটি বাহ্যিক আঘাতের প্রমাণ রয়েছে। এছাড়াও শরীরের অভ্যন্তরেও আঘাত ছিল বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, ভাস্করের মৃত্যুর ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার তাঁর মৃত্যুর তদন্তে ডেথ অডিট টিম গঠন করেছিল। ওই টিমে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক এবং চারজন চিকিৎসক ও আইজিএমের একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। ওই রিপোর্টে ভাস্করের মৃত্যু চিকিৎসায় গাফিলতিতে হয়েছে, তা উল্লেখ রয়েছে।

মামলাকারী আইনজীবী পুলক সাহা বলেন, ভাস্কর দেবরায়ের মৃত্যুতে এনসিসি থানা এফআইআর নিতে রাজি হয়নি। তাই পুলিশ সদর দপ্তরে আইনজীবীরা ভাস্করের মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। ওইদিন রাতে মুখ্য বিচার বিভাগীয় মেজিস্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ এফআইআর নিতে বাধ্য হয়। এরপরই ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ডেথ অডিট রিপোর্টে চিকিৎসায় গাফিলিত এবং ট্রমা কেয়ার সেন্টারের পরিকাঠামোর ঘাটতির স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আগামী সোমবার ওই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে উচ্চ আদালত।

কৃষি সংস্কার বিল কৃষকদের কল্যাণে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। কৃষি সংস্কার বিল কৃষকদের কল্যাণে ও কৃষির উন্নতির জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। দেশের কৃষকদের স্বার্থে এবং কৃষির বিকাশে গতকাল রাজ্যসভায় যে দুটি বিল পাশ হয়েছে সেজন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরকে ত্রিপুরা সরকার এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ সহ রাজ্যের কৃষকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়।

সোমবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দুটি কৃষি বিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এই ঐতিহাসিক দুটি বিল পাশের মধ্য দিয়ে চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে কৃষকদের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। এর ফলে দেশের কৃষকরা উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন সেই লক্ষ্যপূরণে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কৃষিমন্ত্রী রাজ্যসভায় পাশ হওয়া দুটি কৃষি বিল দ্য ফার্মার্স প্রডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) বিল ২০২০, দ্য ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসুরেন্স অ্যা ফার্ম সার্ভিসেস বিল, ২০২০ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ভারত সরকার প্রদত্ত নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কোনও পরিবর্তন হবে না। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকবে না। রাজ্যে কিংবা রাজ্যের বাইরে কৃষকরা তাদের ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় গোলমালের জেরে সাসপেন্ড ৮ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। কৃষি বিল নিয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশের প্রতি রবিবার অনভিপ্রেত আচরণের জন্য সোমবার থেকে এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করা হয় ৮ জন সাংসদকে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তাঁদের সাসপেন্ড করলেও সংসদ চত্বর না ছেড়ে পালটা প্রতিবাদ অবস্থানে বসলেন সাসপেন্ড হওয়া ৮ বিরোধী সাংসদ।

'কৃষকদের জন্য আমরা লড়ব,' প্ল্যাকার্ড হাতে সোমবার সংসদ ভবনের বাইরের লনে বিক্ষোভ অবস্থানে বসেছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেন, আম আদমি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের বন্‌ধকে প্রত্যাখান করেছেন রাজ্যবাসী ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি দেশের মানুষের জন্য সময় দিচ্ছেন। অন্তিম মানুষ পর্যন্ত প্রকল্প নিয়ে তা বাস্তবায়িত করছেন। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সংসদের ভেতর ও বাইরে যে সমস্ত দলগুলি রয়েছে এবং যে সমস্ত দল সরকার বিরোধী রয়েছে তারা পরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা যায় তাঁর একটা অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা রাজ্যের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানুষ তাদের ক্রমশ জন বিছিন্ন করছে। কিন্তু তাঁর থেকে এই দল গুলি শিক্ষা নিচ্ছে না।

কোভিড পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত দল গুলি সক্রিয় রয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। দলের উর্ধে উঠে মানুষের জন্য কাজ করার পরিবর্তে তারা নোংরা রাজনীতি করছে। সমস্ত নির্দেশকে অবজ্ঞা করে দেশ ও সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও সিপিএম একাকার হয়ে গেছে। অনৈতিক বনধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। রাজ্যের মানুষ তাদের এই বনধকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এর জন্য মানুষকে ধণ্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য প্রবীর চক্রবর্তী। জন জীবন স্বাভাবিক রেখে মানুষ তাদের প্রতি বার্তা দিয়েছেন বলে জানান তিনি। কেবল মাত্র কৈলাসহরে কংগ্রেস দলের কিছু সমর্থক বনধ ব্যর্থ হওয়ার পর আক্রমণ সংগঠিত করে। এতে আহত হয় বিজেপি-র বেশ কিছু কর্মী সমর্থক। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল অধিবেশনে পাস হল ১০টি বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা বিধানসভায় বাদল অধিবেশনে আজ সোমবার দুটি নতুন এবং আটটি সংশোধনী বিল পাস হয়েছে। বিরোধীরা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যাওয়ায় বিলের বিরোধিতা কেউ করেননি। সমস্ত বিল আজ ধ্বনিভোটে পাস হয়ে গেছে।

আজ বিধানসভা এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ১০টি বিল পেশ করেছিল সরকার। এদিন ত্রিপুরা জল বোর্ড বিল এবং ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস সিটিজেনস বিল এই দুটি নতুন বিল বিধানসভায় পাস হয়েছে। এছাড়া, দ্যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট বিল, ত্রিপুরা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স বিল, ত্রিপুরা ফিস্কাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট বিল, ত্রিপুরা এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেটস বিল, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের ডাকা ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্‌ধে মিশ্র সাড়া

আগরতলায় পিকেটিং করার সময় কংগ্রেস নেতা কর্মীদের বাধা দেয় পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। কংগ্রেসের ডাকে ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধে মিশ্র সাড়া পড়েছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। দোকানপাট খুলেনি। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কিছুটা ছন্দপতন ঘটেছে। কিন্তু সরকারি অফিসে কর্মচারীদের উপস্থিতির হার ভালো ছিল। করোনা-প্রকোপে স্কুল-কলেজ এমনিতেই বন্ধ। ফলে এই বনধকে সর্বাত্মক সফল বলতে চাইছেন না ওয়াকিবহালরা। সোমবার সকালে কংগ্রেসি পিকেটার্সদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তখন, পুলিশের সাথে পিকেটারদের কিছুটা ধস্তাধস্তিও হয়েছে। তবে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।

ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং করোনা-প্রকোপের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করেছে। সকাল থেকেই ত্রিপুরায় বনধকে ঘিরে পরিস্থিতি থমথমে ছিল। দোকানপাট সম্পূর্ণ বনধ ছিল। যানবাহনও আজ রাস্তায় নামেনি। ফলে, রাজধানী আগরতলার রাস্তাঘাট কার্যত শুনশান ছিল। অবশ্য দুয়েকটি অটো এবং রিকশাকে রাস্তায় চলাচল করেছে। তাঁরা হতাশার সুরে বলেন, পেটের দায়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। মার খেলে সহ্য করতেই হবে।

এদিন সকালে পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে অবস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে টায়ার পুড়িয়ে পিকেটাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিকে, উত্তর গেট এলাকায় পিকেটিং করার সময় পুলিশ কংগ্রেস কর্মীদের বাধা দিয়েছে। তখন পুলিশের সাথে তাদের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। বেশ কয়েকজন পিকেটারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে বনধকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা ছিস। মফঃস্বলে অনেকেই ভয়ে বাড়ি থেকে বের হননি। দোকানপাটও খুলেননি। এতে কংগ্রেস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কণ্ঠরোধের অভিযোগে বিধানসভায় বিরোধীদের হৈ হট্টগোল, ওয়াকআউট

মুখ বাঁচাতে পালিয়েছেন, কটাক্ষ ট্রেজারি বেঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ এনে আজ সোমবার ত্রিপুরায় নিয়মরক্ষার বিধানসভা অধিবেশনে তুমুল হৈ হট্টগোল করেছেন বিরোধী সদস্যরা। গলায় প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে তাঁরা সরকার বিরোধী স্লোগান দেওয়ায় বিধানসভার পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যেই ভারী হয়ে যায়। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁদের কথায় কান না দিয়ে অধিবেশন পরিচালনায় অগ্রসর হওয়ায় প্রতিবাদে বিরোধী ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান তাঁরা। তাতে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, কোভিড ইস্যুতে মুখ পুড়বে, তাই পালিয়ে মুখ রক্ষা করেছেন বিরোধী বন্ধুরা।

করোনা-র প্রকোপে বিধানসভার বাদল অধিবেশন একদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ই বিরোধীরা প্রতিবাদে ওয়াকউট করেছিলেন। যথারীতি আজ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর স্মৃতিচারণ শেষে পনেরো মিনিটের বিরতির পর সভার পরবর্তী কার্যসূচি হিসেবে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট উত্থাপনের সময় বিরোধী সদস্য তপন চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে কিছু বক্তব্য পেশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাধ্যক্ষ রিপোর্ট পেশ করার আগেই তপনবাবু সরকারি বিরোধী অবস্থানে সোচ্চার হন এবং একের পর এক অভিযোগ এনে ট্রেজারি বেঞ্চকে বিঁধতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরাও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার বিধানসভায় বাদল অধিবেশন ওয়াকআউট করে বিরোধীরা প্লেকার্ড গলায় ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান রাস্তায়। ছবি নিজস্ব।

বিরোধীদের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কর্তনের প্রস্তাব বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার বদলে সস্তা রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছেন বিরোধীরা। তাই আজ অধিবেশন ওয়াকউট করেছেন তাঁরা। এতে তাঁদের বিধানসভা অধিবেশনে অংশগ্রহণের ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কর্তন করার প্রস্তাব দেন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য অরুণচন্দ্র ভৌমিক। তাঁর এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, অরুণবাবুর প্রস্তাবে যুক্তি রয়েছে। কারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিরোধীরা আজ নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। যা তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাস, কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

বিধানসভায় কণ্ঠরোধের অভিযোগ এনে আজ বিরোধীরা ওয়াকউট করেছেন। এতে শাসক দলের বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক বলেন, চিনের উহান শহর থেকে করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বিরোধীরা তাতে মোটেও বিচলিত নন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং সহযোগিতার বদলে বিরোধীরা অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে গেছেন। তাতে তাঁদের একদিনের অধিবেশনে অংশগ্রহণের ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কর্তন করা হোক।

তাঁর এই প্রস্তাব শুনে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, অরুণবাবুর প্রস্তাবে যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ, বিরোধীরা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নাটক করছেন। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৩৩৫ ◻২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◻৫ আশ্বিন ◻ মঙ্গলবার ◻১৪২৭ বঙ্গাব্দ

স্থিতাবস্থা

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নির্ভুল ধারণায় উপনীত হইতে মানুষের সময় লাগিয়াছে। পুরাতন যে ধারণাটি প্রচলিত ছিল, তাহার নাম স্টেডি স্টেট থিয়োরি বা স্থিতাবস্থা তত্ত্ব। উক্ত তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জন্ম নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই। তাহা অজর অমর। কোনও কিছু আপনি বিরাজমান, তাহার জন্ম কোনও মুহূর্তে হয় নাই এবংবিধ চিন্তা মনুষ্যগণের সাধ্যের অতীত, তাহারা সব কিছুকেই জন্মিতে এবং মরিতে দেখে। তাই এই প্রকাণ্ড বিশ্বও যে কোনও মুহূর্তে জন্মলাভ করে নাই, অনন্তকাল ধরিয়া বিরাজমান, তাহা মানিয়া লইতে বিশেষজ্ঞগণের কষ্ট হইত। তথাপি বহু কাল ওই তত্ত্ব প্রচলিত মতবাদ বলিয়া গণ্য হইত। এমনকি আইনস্টাইন পর্যন্ত উক্ত মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন। ওই তত্ত্বে অবিচল আস্থার ফলে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কারের সময় তিনি দেখিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ড অস্থির হয় সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত হইতেছে তখন তিনি আপন তত্ত্বের ওই রূপ তাৎপর্য অস্বীকার করিবার নিমিত্ত আবিষ্কৃত তত্ত্বকে শোধরাইবার জন্য উহার মধ্যে আর একটি জিনিস আমদানি করেন। ব্রহ্মাণ্ড যে স্থির নহে, তাহা আবিষ্কৃত হইলে আইনস্টাইন উক্ত আমদানিকে তাঁহার জীবনের 'গ্রেটেস্ট ব্লান্ডার' বলিয়া অভিহিত করেন। স্টেডি স্টেট থিয়োরিতে অগাধ আস্থা স্থাপন না করিলে যে আইনস্টাইন ওই ভুল করিতেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

১৯৬০-এর দশকে স্টেডি স্টেট থিয়োরি পরিত্যক্ত হয়। পরিবর্তে গৃহীত হয় বিগ ব্যাং থিয়োরি। উক্ত থিয়োরির নামটি কিন্তু স্টেডি স্টেট থিয়োরি-র অন্যতম প্রবক্তা প্রয়াত ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্যর ফ্রেড হয়েল কর্তৃক প্রদত্ত। বিগ ব্যাং থিয়োরি অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ড অজর অমর নহে, তাহা অস্থির বা পরিবর্তনশীল। ১৩৭০ কোটি বৎসর পূর্বে কোনও এক মাহেন্দ্রক্ষণে এক মহাবিস্ফোরণে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হইয়াছিল। হয়েল সাহেব বিবিসি-র রেডিয়ো-র এক বক্তৃতায় নূতন তত্ত্বটিকে ব্যঙ্গ করিবার নিমিত্ত উক্ত বিস্ফোরণকে বিগ ব্যাং বলিয়া অভিহিত করেন। নামকরণের কী মহিমা! নিন্দার্থে প্রযুক্ত নামেই নূতন তত্ত্বটি চালু হইয়া যায়। কী কারণে স্টেডি স্টেটের পরিবর্তে বিগ ব্যাং থিয়োরি প্রচলিত হইল? মুখ্য কারণ ইহাই যে, ব্রহ্মাণ্ড জন্মিবার কালে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল, তাহার রেশ ১৯৬০-এর দশকে বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেছিলেন। রেশ বলিতে বুঝায় তাপ। জন্মিবার পরে ব্রহ্মাণ্ড বেলুনের ন্যায় ক্রমাগত স্ফীত হইতেছে। ফলে জন্মমুহূর্তের অগ্নি আজ অনেকটা স্তিমিত। তবু, শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নীচে হইলেও, কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বিশ্বচরাচরে এখনও বিদ্যমান, যাহাকে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (সিএমবি) বলে। সিএমবি আবিষ্কার স্টেডি স্টেট থিয়োরি-র কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতিয়া দেয়। আমেরিকার বেল ল্যাবে দুই বিজ্ঞানী আরনো অ্যালান পেনজিয়াস এবং রবার্ট উড্রো উইলসন ১৯৭৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সিএমবি শনাক্ত করিয়া।

সিএমবি আবিষ্কারের পর জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা যেন নবজন্ম লাভ করে। এই কথা সত্য বটে যে, মহাবিস্ফোরণের ওই রেশ অনেক কিছুর সন্ধান দেয়। সিএমবি বিশ্বচরাচরে সর্বত্র সমান নহে। ফলে আকাশের নানা দিকে সংবেদনশীল যন্ত্রে তাহা পরিমাপ করিলে তাহাতে কিঞ্চিৎ তারতম্য ধরা পড়ে। শুধু ব্রহ্মাণ্ডের গঠন নহে, সিএমবি-র ওই তারতম্য তাহার বিবর্তনেরও হদিশ দেয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের এক বড় ব্যাপার হইল জন্মিবার পর তাহার স্ফীত হইবার হার। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাব্ল-এর নামানুসারে ওই স্ফীতির হারকে হাব্ল কনস্ট্যান্ট কহে। ব্রহ্মাণ্ডে গ্যালাক্সিগুলি একে অন্যের ক্রমশ দূরবর্তী হইতেছে, এবং ওই ক্রমবর্ধমান দূরত্বই ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রমশ আকারে বৃহৎ করিতেছে। কী হারে ব্রহ্মাণ্ড বড় আকার ধারণ করিতেছে, তাহা জানা যায় সিএমবি-র তারতম্য শনাক্ত করিলে। ২০১৩ হইতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চিলির আটাকামা মরুভূমিতে অবস্থিত দূরবীক্ষণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সিএমবি-র ওই তারতম্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের তদন্তের ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আর গোল বাধিয়াছে ওই ফলাফল লইয়া। দেখা যাইতেছে, সিএমবি তদন্ত অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হার যাহা হওয়া উচিত, বাস্তবে তাহা প্রসারিত হইতেছে অনেক গুণ বেশি। অতএব, বৃহৎ সমস্যা। তথ্যের ভিত্তিতে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব সংশোধন কি জরুরি হইয়া দাঁড়াইল?

কৃষি সংস্কার এবার ভারত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

অমিতাভ কান্ত

ভারতের ইতিহাসে ১৯৯১ সাল স্মরণীয় হয়ে আছে ঘুরে দাঁড়ানোর বছর হিসাবে। লাইসেন্স রাজ বিলুপ্ত হল। ভারত তার বাজার খুলে দিল আন্তর্জাতিক বানিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতাকে। ফলে, এর পর ত্রিশ বছরে আমরা মাথাপিছু আয় চারগুন বাড়িয়েছি। এটা লক্ষ্য করার মত, স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯১-এর সংস্কার পর্যন্ত চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ে মাথাপিছু আয় বেড়েছিল দ্বিগুন। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির এই পার্থক্যটা খুব স্বাভাবিক। তবে, সংস্কারের সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী বাদ পড়ে গিয়েছিল। ভারতের কৃষিজগৎ থেকে গিয়েছিল এগ্রিকালচাল প্রোডিউস মার্কেটিং কমিটি (এপিএমসি) আইনের নিয়ন্ত্রণে।

২০২০ ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অনেকটা ১৯৯১-এর মতই। কারণ এ বছর অবশেষে ভারতের কৃষিজগৎ শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আধুনিকতার পথ ধরে এগোতে শুরু করল।

বর্তমান এপিএমসি-র বিভিন্ন আইনে কৃষকরা তাঁদের সমস্ত কৃষিপণ্য মান্ডি অর্থাৎ স্থানীয় বাজারে পৌঁছিয়ে দেয়। এই মান্ডিগুলো প্রাথমিকভাবে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য হলেও স্থানীয় একচেটিয়া হয়ে ওঠে। নিলামের মাধ্যমে স্বচ্ছ দাম নির্ধারণের বদলে তৈরি হয় আঁতাত এবং দামের সমঝোতা। তাই কৃষকদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা মার খায়। শেষ পর্যন্ত তাঁদের যথেষ্ঠ ক্ষতি হয়। ভাড়া আদায়ের চেষ্টা তো ছিলই। এর পাশাপাশি কমিশন এজেন্ট এবং মিডলম্যান বা দালালরা একটা প্রভাব তৈরি করত। তারা ওইসব উৎপাদনের ক্রেতা এবং ঋণের যোগানদার দুই ভূমিকাই করত।

একমাত্র ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে এর সমাধান হত না। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষকদের মাত্র ৬ শতাংশ সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের (এমএসপি) মাধ্যমে সংগ্রহের সুফল পেয়েছেন। যাই হোক, এর ফলে অনেকে ধরে নিয়েছেন বাকি ৯৪ শতাংশ কৃষক খোলা বাজারে তাঁদের ফলন বিক্রি করেছেন। প্রকৃতপক্ষ, এই কৃষকরা এই সুযোগ পাননি। খামার থেকে সংগ্রহের পরিকাঠামো উন্নয়নেও যথেষ্ঠ চেষ্টা হয়নি। এক্ষেত্রে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সুযোগও ছিল না। কারণ, নীতি অনুযায়ী মোট উৎপাদন এবং কৃষকদের দরদাম করার ক্ষমতা যথেষ্ঠ মান্যতা পায়নি। তাই বাকি কৃষকরা খোলা বাজারের সুফল আর নিতে পারতেন না। ফলে, আমরা আমাদের উৎপাদিত খাদ্যের ১০ শতাংশও প্রক্রিয়াকরণ করতে পারতাম না। খন্ড খন্ড হিমঘর বা 'কোল্ড চেন' থাকায় বছরে লোকসান হত প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা।

ভারত যেহেতু খাদ্যে ঘাটতি রাষ্ট্র থেকে উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র হয়েছে, নীতির অভিমুখটা স্বাভাবিকভাবে ঘাটতি ব্যবস্থাপনা থেকে বদলেছে উদ্বৃত্ত ব্যবস্থাপনায়। এই মুহূর্তে দরকার এমন একটা ব্যবস্থা করা যাতে খাদ্য সুরক্ষার নীতিগুলো উপকৃত হয়। কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারলেও এদিক থেকে বিশ্ব মানচিত্রে আমরা এখনও পিছিয়ে। বাজার প্রতিযোগিতামূলক না হওয়ায় ক্রেতারা যে খুচরো দাম দিচ্ছেন, তার বড় অংশ চাষিরা পাচ্ছেন না। একইভাবে, যোগাযোগের মানও অনুপযুক্ত। এর
জন্য কৃষকরা বিভিন্ন ধরণের চাষ করে উঠতে পারেননি। গুনগত মান দেখা ও তার ছাড়পত্র বা সার্টিফিকেশনও ছিল খুব কম। ফলে, রফতানির বাজারে ভারতের অংশ ছিল যথেষ্ঠ কম।

এই সব ভুল শোধরাতে আগের বিভিন্ন সরকার যে সব কমিটি, টাস্ক ফোর্স করেছে, তাদের রিপোর্টে একই সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমত, স্থানীয় মান্ডি বা সব্জিবাজারকে আরও প্রতিযোগিতায় ফেলতে হবে। কৃষকরা তাঁদের ফলন পাইকারি এবং খুচরো বাজারে বিক্রি করতে পারেন, তার বিভিন্ন সুযোগ থাকা দরকার ছিল। এপিএমসি অর্থাৎ এগ্রিকালচাল প্রোডিউস মার্কেটিং কমিটি পদ্ধতিতে তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে যোগাযোগের অনগ্রসরতা দূর করতে চুক্তি চাষের প্রয়োজন ছিল। চুক্তিচাষে কৃষকরা নিশ্চিত আয়ের কথা ভেবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভাবার সুযোগ পাবেন। তৃতীয়ত, নিয়মিতকরণের জন্য যে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন তৈরি হয়েছিল, তাতে হিমঘর তৈরির বিনিয়োগে কেউ অনুপ্রেরণা পাবেন না। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে যে সব পরিকল্পনা করেছে, সেগুলো অনেকটাই লোকদেখানো। ফলে, বাকি অর্থনীতি যখন আধুনিক হয়ে উঠেছে, কৃষি ক্রমেই বেশি মাত্রায় পিছনে পড়ে রয়েছে।

এই সব প্রধান দুশ্চিন্তা উঠে এসেছিল 'দি ফার্মার্স প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) বিল, ২০২০', 'দি ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসুয়েরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস বিল ২০২০' এবং অত্যাবশ্যক পন্য (সংশোধন) বিল,২০২০-এর ভাষণকালে।

এখন খাদ্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত লোকেদের সঙ্গে কৃষকরা বিভিন্ন ধরণের চাষের চুক্তি করতে পারবেন। নির্দিষ্ট দামে বিক্রির সুযোগও পাবেন। কাকে, কোথায় ফলন বিক্রি করবেন তা নিয়ে বাধা পাবেন না কৃষকরা। তাঁরা কৃষির সার্ভিস প্রোভাইডরদের সঙ্গেও চুক্তি করতে পারবেন। এসবের জন্য পরিষেবা হিসাবে চাষের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়বে। কৃষি-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বেশ কিছু স্টার্ট আপ এ ব্যাপারে সক্রিয়। তারা শস্যের গুনগত মানের জন্য বা গ্রেডিং ও বাছাইয়ে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের মত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সংস্কারের মাধ্যমে ভারতের কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার এই ক্ষেত্রের ভিতকে আরও শক্ত করে তুলবে।

কোনও দেশের উন্নয়নের কাজে কৃষির আধুনিকীকরণ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়লে এই ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কল-কারখানা ও নির্মাণশিল্পের মত অপেক্ষাকৃত বাড়তি আয়ের কাজ করার সুযোগ পাবেন। তবে, ভারতের কৃষিজগতে উৎপাদনশীলতা বেশ নিচের দিকে। কৃষিশ্রমিকদের আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ঠ কাজ
কারখানায় তৈরি হয়নি। এখনকার অতিমারিতে অবশ্য একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষির নীতি প্রণয়ন হওয়া উচিত কল-কারখানার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যে অসংখ্য শ্রমিক আইন আছে, লোকসভায় পেশ করা তিনটি শ্রমবিধিতেই তা বিবেচনা করা হয়েছে। এটি এবং উৎপাদন ভিত্তিক বিভিন্ন আয়প্রকল্প ব্যবসাকে সহজ করে তুলবে। আকৃষ্ট করবে বিদেশি লগ্নিকে। এ সব কিছুই কাজের সুযোগ তৈরি করবে। পরিকাঠামোয় লগ্নি এবং সংশ্লিষ্ট উর্দ্বত্ত কৃষির বাইরেও কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের
উন্নয়নে গ্রামীণ, কৃষি-বহির্ভূত কাজ তৈরি হবে।

বিপননে সংস্কার গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিপূরক। খামার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিল (এআইএফ) করা হয়েছে। বিভিন্ন সংগ্রহকেন্দ্র এবং প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ নানা পরিষেবা-সহ বেশ কিছু কাজ এতে উপকৃত হবে। কৃষক উৎপাদক সংস্থা বা কোম্পানি তৈরি করে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা গেলে তাঁদের বক্তব্যও সুদৃঢ় হবে। প্রকারান্তরে এআইএফ সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করবে। কৃষকদের আয়ের সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টায় পশুপালন ও মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও তহবিল তৈরি হয়েছে।

ভারত ইতিমধ্যেই সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদক দেশ হয়েছে। শষ্য, ফল, সব্জি এবং মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়। যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে, তাদের তুলনায় আমাদের উৎপাদনশীলতা যখন অনেক কম, এটা তখনকার ছবি। তা সত্বেও ভারতের খাদ্য রফতানির বাজার ২.৩ শতাংশ। ভারতের উৎপাদনশীলতার পরিমাপ বিশ্বের সমগোত্রীয় সেরা দেশগুলোর মত হলে আন্তর্জাতিক খাদ্য সরবরাহের নিরিখে ভারত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই সব সংস্কার এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছে যাতে ভারত ভবিষ্যতে খাদ্য রফতানিতে আড়ত হয়ে উঠছে।

কৃষিতে এই সংস্কার সত্যিই যেন ঐতিহাসিক। এই মাপের সংস্কার রূপায়িত করতে গেলে দালালদের নিশ্চিহ্ন করতে হয়। এর জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং চূড়ান্ত কাজ দরকার। এই সব সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের কল্যাণকল্পে সরকারের সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এর পরের পদক্ষেপ হল সংস্কারের সুফলগুলোকে কৃষকদের ঘরের দোরগোড়ায় এনে দেওয়া। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। ৫০ কোটির ওপর মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এই সব সংস্কারের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনধারার বদল হবে। ভারতের কৃষকদের জীবনে সূচিত হবে আধুনিকতা ও সমৃদ্ধির একটা যুগ।

(লেখক নিতি আয়োগের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার)।

বিহারের জন্য দ্বিতীয় এইমসের মানে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আপনি কোনও দিন হঠাৎ করে রাজধানীর দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এইমসে গেলে দেখতে পারবেন যে চিকিৎসাধীন ৫০ শতাংশ রোগী বিহারের বাসিন্দা। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। এই অসহায় গরীব মানুষগুলি এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। বিহারে ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যই এখানকার বাসিন্দারা দিল্লির এইমসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সুখের খবর এটাই যে এমন পরিস্থিতিতে দ্বারভাঙ্গা জেলায় এইমস গড়ার ছাড়পত্র মোদী সরকার দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে আগামী ৪৮ মাসের মধ্যেই দ্বারভাঙ্গা এইমস চিকিৎসা পরিষেবার কাজ শুরু করে দেবে। গত সপ্তাহে জানা গিয়েছিল বিহারের দরভাঙ্গায় এইমস স্থাপনের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এর নির্মাণ করতে খরচ হবে ১২৬৪ কোটি টাকা।

এখানে স্নাতক (এমবিবিএস) এর ১০০টি আসন, বিএসসি (নার্সিং) এর ৬০ টি আসন, ১৫ থেকে ২০ সুপার স্পেশালিটি বিভাগ এবং একটি ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতাল থাকবে। এটি দেশের ২২ তম এবং বিহারের দ্বিতীয় এইমস হবে। একবার এইমস দ্বারভাঙ্গায় নির্মিত হলে উত্তর বিহারের বেতিয়া থেকে কোসি আর সীমাঞ্চলের সাহারসা, সুপৌল এবং পূর্ণিয়া তথা নেপালের তরাই পর্যন্ত লোকেদের আর চিকিৎসা জন্য দিল্লি বা পাটনা যেতে হবে না। নতুন এইমস তৈরি হয়ে গেলে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ওপিডি রোগী এবং প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার আইপিডি রোগীর চিকিৎসা করা হবে। এটি সবার জানা উচিত যে এইমসের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা প্রশিক্ষণের কারণে বিশিষ্ট কর্মসংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে তৈরি করেছে। রোগীদের সুস্থ করে তুলতে তারা সবকিছু উৎসর্গ করে দেন। এখানের চিকিৎসকরা রোগীদের কাজের প্রতি সততা এবং নিষ্ঠার সেবা করার মনোবৃত্তির ঐতিহ্য রয়েছে।

এইমসের স্বপ্ন কে দেখেছিলেন আসলে এইমস হ''ল ভারতের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কৌরের দূরদৃষ্টির ফল। এইমস চিকিৎসকরা যে নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে রোগীদের দেখেন, তা থেকে বোঝা যায় এটি কোনও সাধারণ মানের হাসপাতাল নয়। তবে এই হাসপাতলে রাজধানী দিল্লি বা এনসিআর থেকে যাওয়া রোগীদের খুব কমই দেখা যায়। তারা নিজেদের সমৃদ্ধি প্রকাশ করার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে যান এবং তার পরে আফসোস করতে থাকেন। বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের রোগীদের দিল্লির এইমস-এর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। এখানে বিহারের পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, কিষানগঞ্জ, আরারিয়া, মুজাফফরপুর থেকে আসা রোগীরা এখানে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে বাড়িতে ফিরে যান।

এইমসে অনেকাংশে আপনি সমাজতন্ত্রের দর্শন দেখতে পাবেন। বড় ব্যক্তিত্ব হলেও তাদের লাইনে দাঁড়াতে হয়। এইমস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় এক দশক পর ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ চক্ষুবিজ্ঞান কেন্দ্রটি ১৯৬৭ সালে তৈরি করা হয়। চোখের দুরহ রোগের চিকিৎসা এই হাসপাতালে হয়। এই হাসপাতালের মূলমন্ত্র হল " তমসো মা জ্যোতিরগামায় "। এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ এল পি আগরওয়াল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোস্টন রেটিনা কেন্দ্র থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে এখানে এসেছিলেন। তিনি এই চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে অনেক দক্ষ চিকিৎসককে যুক্ত করেছিলেন। এই কেন্দ্রের রিসেপশনে টুপি ছাড়া রাজেন্দ্র প্রসাদের মূর্তি বসানো রয়েছে। এই জায়গাটি বাদে আপনি খুব সহজেই টুপিতে রাজেন্দ্রবাবুকে দেখেছেন। এই কেন্দ্রে অধ্যাপক প্রদীপ ভেঙ্কটেশ, অধ্যাপক তরুণ দাদা, অধ্যাপক বিনোদ আগরওয়ালের মত দুর্দান্ত চক্ষু চিকিৎসক রয়েছে। আপনি তাদেরকে বিশ্বের সর্বাধিক দক্ষ চোখের চিকিৎসকদের শ্রেণীতে রাখতে পারেন। বিশ্বখ্যাত লেখক ও মোটিভেটর গুরু ডা: দীপক চোপড়া, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ বিনয় কুমার, বর্তমান এইমসের অধিকর্তা ডা: রণদীপ গুলেরিয়া, ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডা: রমেশ দেওশা, ডা: পি ভেণুগোপাল, ডাঃ সিদ্ধার্থ তন্ধু রংয়ের মতো কয়েকশত চিকিৎসক এখানে পড়াশোনা করেন এবং তারপরে এখানে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। দুঃখের বিষয় যে সকল জ্ঞানী লোক বিহারে এইমস খোলা নিয়ে রাজনীতি দেখছেন তাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

এর মধ্যে একটি সুখবর এটাই যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর হতে পারে এমন টিকার পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের প্রথম পর্বের ট্রায়ালটি এইমস-এ মোট ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবীর উপর করে সমাপ্ত হবে। দেশে তৈরি প্রথম করোনার ভাইরাস ভ্যাকসিনের নাম কোভাক্সিন। ট্রায়ালের দায়িত্বে রয়েছেন ডাঃ সঞ্জয় রাই। কোভাক্সিনকে হায়দরাবাদের ভারত বায়োটেক, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (এনআইভি) এর সহযোগিতায় তৈরি করেছে। ভ্যাকসিনের কোডনামটি বিবিভি ১৫২। এর পরীক্ষা দেশের যে বারোটি জায়গায় হচ্ছে তার মধ্যে দিল্লির এইমস রয়েছে। এর স্যাম্পল সাইজ পুরো দেশের মধ্যে বড়। ফলে এর ফলাফল গবেষণার দিশাকে নির্ধারণ করবে। ইতিমধ্যে এইমস পাটনা এবং রোহটক পিজিআইতে ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে। ইতিমধ্যে গোয়ায় ট্রায়াল শুরু হয়েছে।

এবার একটু আলাদা প্রসঙ্গে আলোচনা করি। বিহারের, যা আপনি দেশের প্রাচীন জ্ঞানের কেন্দ্র বা রাজধানী হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। মহাবীর, বুদ্ধ এবং চারজন প্রথম শঙ্করাচার্য মধ্যে এক (মন্দন মিশ্র) এবং এমনকি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি দেশরত্ন ড় রাজেন্দ্র প্রসাদকে বিশ্বের কাছে বিহারের উপহার ছিল। এমনকি বিহারের চম্পারন আন্দোলনের মহাত্মা গান্ধী গোটা ভারত জুড়ে জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। জ্ঞানের তৃষ্ণা প্রতিটি বিহারীতে সর্বদা থাকে। এখন বিহারকেও খেলাধুলায় এগিয়ে আসতে হবে। বিহারের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে সঠিকভাবে বিকশিত করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বলা যেতে পারে যে সর্বশেষ রিও অলিম্পিক গেমসে অংশ নেওয়া ভারতীয় দলে বিহারের একজনও খেলোয়াড় ছিলেন না। এ দিকেও সব রাজনৈতিক দলকেই ভাবতে হবে যাতে তারা বিহারের খেলাধুলার সর্বাত্মক উন্নয়ন করতে পারে।

শুধু জ্ঞান অর্জনই কি যথেষ্ট? হকি জাতীয় খেলা দিয়ে শুরু করতে হবে। পুরো বিহারজুড়ে একটিও অ্যাস্ট্রো টার্ফ-সজ্জিত হকি মাঠ নেই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) মরসুম শুরু হয়ে গেছে। পুরো দেশ এখন ক্রিকেট হয়ে উঠেছে। কেবল হাতেগোনা কয়েকজন বিহার খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছে। দুঃখের বিষয় যে বিহারের মতো জ্ঞানের রাজ্য উন্নয়নের পথে হাঁটতে পারছে না। ইতিহাসকে এটাও মেনে নিতে হবে যে লালু প্রসাদ যাদবের মতন নেতারা বিহারকে উন্নয়নের পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল রাজ্য আংশিক সময়ের বিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন

কোচবিহার, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আংশিক সময়ের বিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন। দাবিপূরণে সোমবার কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দফতরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ আন্দোলন করেন তারা। সংগঠনের দাবি, কোচবিহার জেলায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভিন্ন স্কুল মিলিয়ে তারা প্রায় ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। স্কুলের পরিচালন সমিতি ও প্রধান শিক্ষক দ্বারা স্কুলগুলিতে তারা নিয়োগ হয়েছেন। তারা কেউ চার-পাঁচ বছর থেকে শুরু করে ১০-১৫ বছর ধরে কাজ করছেন।

এই বিষয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পক্ষে নিশীথকুমার সেন জানান, দীর্ঘ বছর ধরে স্কুলগুলিতে কাজ করে এলেও তাঁদের বেতন মাসে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা। যা দিয়ে তাঁদের সংসার কোনওভাবেই চলে না। অথচ স্কুলগুলিতে একজন স্থায়ী শিক্ষকের মত তাঁদের পরীক্ষার খাতা দেখা থেকে শুরু করে প্রজেক্টের নম্বর দেওয়া সমস্ত ধরনের কাজই নিয়মিত করতে হয়। কিন্তু এত কিছু করার পরেও প্রয়োজন ফুরালে স্কুলগুলি তাঁদের মত শিক্ষকদের বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং জানান, ওদের দাবি-দাওয়ার বিষয়টি দেখছি।

করোনা আবহে এবার অনলাইনে অঞ্জলির ব্যবস্থা করল মুদিয়ালি

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দূর্গার। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে প্যান্ডেল হপিং নিয়ে মানুষের মনে রয়েছে সংক্রমনের ভয়। শুধু প্যান্ডেল হপিং নয় পাশাপাশি কিভাবে দেওয়া হবে অঞ্জলি হবে সেই নিয়েও চিন্তার ভাঁজ দর্শনার্থীরা কপালে। আর তাই এবার দর্শনার্থীদের কথা ভেবে অনলাইনে অঞ্জলীর ব্যবস্থা করল মুদিয়ালি ক্লাব।

ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ পুজো প্যান্ডেল গুলো সেরে ফেলেছে খুঁটিপুজোর কাজ। কারণ চলতি বছর হয়ে গিয়েছে মহালয়া। যদিও এবার মহালয়ার প্রায় এক মাস পর পুজো। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন। তবে চলতি বছর পুজো নিয়ে উদ্যোক্তাদের কপালেও পড়েছিল চিন্তার ভাঁজ।তবে, উদ্যোক্তাদের পুজোর আনন্দে গা ভাসানো নয়, উদ্যোক্তাদের রয়েছে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও।আর তাই বর্তমানের করোনা কবলিত কঠিন পরিস্থিতিতে অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে অনলাইনেও। আর এবার বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে মুদিয়ালি ক্লাবের থিম "দায় "।

বঙ্গ জীবনে বর্ণবিদ্বেষের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তিবাদীরা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মুর ওপর ধেয়ে আসা বর্ণবিদ্বেষীমূলক মন্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তিবাদী সংগঠনগুলি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহার শহর কলকাতায় মধ্যযুগীয় মানসিকতার বাড়বাড়ন্ত উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বিষয়টিকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ যুক্তিবাদী সংগঠনগুলি।যুক্তিবাদী মননের পরিবর্তে বর্ণবিদ্বেষীমূলক কুসংস্কারে ভরা মানসিকতা তৈরি হওয়ার পেছনে রাজ্য তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে দায়ী সেদিকে আলোকপাত করেছেন ব্রেক থ্রু সাইন্স সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ আশিষ সামন্ত। তিনি জানিয়েছেন, গোটা ঘটনাটাকে গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃত বিজ্ঞানের মানে পড়ুয়াদেরকে শেখাতে পারেনি। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হচ্ছে তথ্য কেন্দ্রিক। সেখানে আবিষ্কারের পেছনে আবিষ্কর্তার ভাবনা ও মনন নিয়ে কখনো আলোচনা হয়নি। একজন বৈজ্ঞানিক কোন পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি পড়ুয়াদের মধ্যে তুলে ধরা হয় না। ফলের যুক্তিবাদী মননশীলতার অভাব। সমাজের পারিপার্শকিতা শৈশব মনে বর্ণবিদ্বেষের মতন কুসংস্কারের বীজ বপন করে চলে। উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ এগুলো শৈশব থেকেই পারিপার্শকিতার মাধ্যমে শিশু মনে জন্ম নেয়। ফলে সত্যের অন্বেষণ করার ইচ্ছাটা মরে যায়। কোন কিছুকে যুক্তি দিয়ে উল্টেপাল্টে ভাববার প্রচেষ্টা কমে আসে। তখনই এমন ধরনের ঘটনা ঘটে। আসলে জীবনটাই যে বড় একটা পরীক্ষাগার সেই শিক্ষা পড়ুয়াদের দেওয়া হয় না।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলি বর্ণবিদ্বেষমূলক পরিস্থিতির থেকে ভোটের স্বার্থে ফায়দা তুলতে চায়। তারাও পুরোপুরি বর্ণবিদ্বেষ নির্মূল করতে চায় না।পরিবারের পরম্পরা মধ্যেই কুসংস্কারের যে আধিক্য যা কিনা পরবর্তী সময় মানুষের মনের ওপর বিস্তার লাভ করে সেদিকে আলোকপাত করে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা আসার আগে মানুষ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। বর্ণপ্রথা ভগবানের তৈরি বলে প্রাচীনকালে প্রচার করা হতো। বিজ্ঞান এসে দেখিয়ে দিল বিবর্তনের মধ্যেই মানব সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। উচ্চ-নিচ, জাতিভেদ প্রথা আদতে যে মানুষের সৃষ্টি তা বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজের সিংহভাগ মানুষ এখনো বিজ্ঞান পড়ে নম্বর অর্জন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাদের পারিবারিক পরম্পরার মধ্যে যে কুসংস্কারের আধিক্য সেটাকেই তারা এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই ঘৃণা এখন মানুষের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। কিছু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ আছেন যারা ঘৃণা প্রদর্শন করাকে জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ সে যে অন্য মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাতে তার কোন লজ্জা নেই। উচ্চপদে কর্মরত ব্যক্তিত্বরাও ঘৃণা ছড়িয়ে যান। সামাজিক মাধ্যম আসার আগে কিছু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেদের ঘনিষ্ঠমহলে বর্ণবিদ্বেষের সপক্ষে সওয়াল করতেন। কিন্তু সামাজিক মাধ্যম চলে আসার ফলে সেই আড়াল সরে গিয়ে এখন প্রকাশ্যেই তারা বর্ণবিদ্বেষ মূলক আচরণ করে চলেছেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিসরে নতুন অভ্যাস গজিয়ে উঠেছে যেখানে অন্য জাতিকে নিচ হিসেবে প্রতিপন্ন করার মধ্যেই দেশপ্রেম লুকিয়ে রয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে।এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা বিভাগ) বাংলার অধ্যাপিকা পম্পা হেম্ব্রম জানিয়েছেন, সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা না নেওয়া সত্ত্বেও আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে মেরুনা মুর্মুকে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সংবিধানে সংরক্ষণ স্থান পেয়েছে। তবুও আদিবাসীদের সরকারিভাবে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। তাদেরকে তপশিলি উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে নিজ ভূমে থেকে পরবাসীর মতন অবস্থা হয়েছে আদিবাসীদের। এমনকি সংসদ এবং বিধানসভাগুলিতেও পর্যাপ্ত মাত্রার তুলনায় আদিবাসী জন প্রতিনিধির সংখ্যা কম। সংবিধানে বর্ণিত সংরক্ষণ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে থাকে। এতে কোন প্রকারের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। মেরুনা মুর্মুর প্রতি যে লাঞ্ছনা এবং অপমান ধেয়ে এসেছে তা গোটা আদিবাসী সমাজের কাছে বেদনার। এই আক্রমণ কোন এক ব্যক্তিকে করা হয়নি,তা গোটা একটা জাতিকে করা হয়েছে। ফলে বিষয়টিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। গোটা ঘটনায় তিনি যে শঙ্কিত তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন পম্পা দেবী।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য কমল নাথ জানিয়েছেন, যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞান এখনো পুরোপুরি সমাজ থেকে কুসংস্কার এবং বর্ণবিদ্বেষী ধারণাকে নির্মূল করতে পারেনি। তার সবথেকে বড় উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে এখনো বর্ণবিদ্বেষী মানসিকতা এখনও বহমান। একদিকে যখন যুক্তিবাদীরা বিজ্ঞানের সপক্ষে প্রচার করে চলেছে তখন কুসংস্কারকেও

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ঊর্ধমুখি করোনা, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চর হওয়ার আহ্বান

গুয়াহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ সমগ্র রাজ্যে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় অসম সরকার স্কুল কলেজ খোলার যে 'হঠকারী' সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এআইডিএসও। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক হেমন্ত পেগু জানান, সমগ্র দেশে প্রতিদিন গড়ে ৯৫,০০০ জন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং প্রতি মিনিটে একজনের মৃত্যু হচ্ছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে দেড় লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং প্রায় ছয়শোজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিদিন উপসর্গযুক্ত করোনা আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রায় দেড় হাজার লোক করোনামুক্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেছেন বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে ঠিক। কিন্তু জীবনের চেয়ে মূল্যবান কিছুই নয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসা পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার জন্য বহু আক্রান্ত লোককে প্রয়োজনীয় প্লাজমা, আইসিইউ, অক্সিজেন প্রভৃতি প্রদানে অসমর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি গুয়াহাটি সহ বিভিন্ন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেডের অভাবে বহু মুমূর্ষু রোগীকে চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে না বলেও জানিয়েছেন।

হেমন্ত পেগু আরও বলেন, আমেরিকায় স্কুল খোলার পর লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী করোনায় আক্রান্ত হওয়া এবং সংক্রমণের ফলে মৃত্যুর খবর অজানা নয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই কঠিন এই পরিস্থিতিতে অসমের জেলাগুলোতেও অনুন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার নির্দেশে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার দিকেই কার্যত ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বলেন, ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক সংগঠন এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছেন।

অভিভাবকদের এনওসি আদায়ে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর বিপজ্জনক প্রয়াস চলছে। তাই নিজের সন্তানদের অতিমারি করোনা পরিস্থিতির দিকে টেলে না দিয়ে সরকারের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এআইডিএসও। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন পল্লব ভট্টাচার্য ও হিল্লোল ভট্টাচার্য।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১২৪

শিলচর (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমবার বরাক উপত্যকার তিন জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২৪ জন। তাঁদের মধ্যে কাছাড় জেলার ৬৯ জন, করিমগঞ্জ জেলার ৩৭ জন এবং হাইলাকান্দি জেলার ১৮ জন। কাছাড় জেলার নতুন করোনা আক্রান্ত ৬৯ জনের মধ্যে ৬৪ জনই রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ধরা পড়েছেন। বাকি পাঁচ জন ধরা পড়েছেন পিআরপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে। আজ মোট ৬৭৪ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে করানো হয়েছিল।

শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাছাড় জেলার একজন প্রাণ হারিয়েছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে। তবে স্টেট ডেথ অডিড বোর্ডের সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি। শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত হয়ে বরাক উপত্যকার মোট ১৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র ৫৭ জনের। মেডিক্যাল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ২৩ জন। বর্তমানে শিলচর মেডিকেল কলেজে ১১৯ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন বলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সূত্রে জানানো হয়েছে।

এদিকে, করিমগঞ্জ জেলায় সোমবার মোট ৩৭ জন কোভিড পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৫৬২ জন। সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন ২,৯৮৪ জন। সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫৭৮ জন।

অন্যদিকে হাইলাকান্দি জেলায় আজকের দিনে ১৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৯০২। তাঁদের মধ্যে ১৭ জনই রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ধরা পড়েছেন। এক জন ধরা পড়েছেন পিআরপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে। বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্ত ২১৭ জন। হাইলাকান্দি জেলায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। জেলায় ৯৭ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,৬৬৬ জন।

কোচবিহারে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৯০ জন

কোচবিহার, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার জেলায় করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সোমবার জেলায় নতুন করে ৯০ জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে স্বস্তির কথা, ৭০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমায় ৩২, দিনহাটায় ১৬, মাথাভাঙ্গায় ৩৪, তুফানগঞ্জে ৭ ও মেখলিগঞ্জে একজন রয়েছেন। এরফলে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৫৫০। তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৮৫৫ জন। করোনা সংক্রামিত হয়ে মোট ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে অ্যাকটিভ কেস ৬৬৬টি। জেলায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা ২৯৪টি।

প্রয়াত পাথারকান্দির সাংবাদিক মলয়কান্তির বাবা মাখনলাল দাস, শোক এলাকায়

পাথারকান্দি (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির পার্শবর্তী সলগই এলাকার ডেঙ্গারবন্দ গ্রামের বিশিষ্ট অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক মাখনলাল দাস আর নেই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, সাংবাদিক মলয়কান্তি সহ তিন ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি-নাতিনি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধদের।

আজ সোমবার বেলা ১২.১৫ মিনিটে বাজারিছড়া হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েকদিন থেকে সামান্য জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। আজ সকালের দিকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি বাজারিছড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা কোভিড টেস্ট করেন। রিপোর্ট পজিটিভ আসে। চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। পাথারকান্দির সলগই এলাকার জনপ্রিয় চিকিৎসক মাখনলাল দাসের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে।

যেহেতু কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন সাংবাদিক মলয়কুমার দাসের বাবা মাখনলাল দাস, তাই কোভিড প্রটোকল মেনে প্রয়াতের দেহ নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে বিভিন্ন মহল থেকে প্রয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করেছেন।

এদিকে মাখনলালের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ, কানির্বাহী সভাপতি শীর্ষেন্দু সী, সহ-সভাপতি অরূপ রতন চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক অরূপ রায়, বৃহত্তর পাথারকান্দির কর্মরত সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি রাম চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ সেন, প্রাক্তন সম্পাদক এএস উসমানি ও সেলিম আহমেদ সহ ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর এপি সদস্য মণিরাজ কুর্মি, ভিডিপি সভাপতি রামচন্দ্র গোয়ালা, বিশিষ্ট নাগরিক কান্তাপ্রসাদ যাদব, পাথারকান্দি থানার ওসি তানবির আহমেদ, কটামণি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুশীল সিনহা, রাঙ্গামাটি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সঞ্জীব সিনহা, প্রেড ফাউন্ডেশনের পক্ষে এটিএম জাকারিয়া, শিক্ষক খসরুল ইসলাম, অজয় সূত্রধর, লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি অমিতাভ দে সহ বহুজন।এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ সহকর্মীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে ছুটে যান বৃহত্তর পাথারকান্দির কর্মরত সাংবাদিক সংস্থার পক্ষে এসএম জাহির আব্বাস, হৃষীকেশ সূত্রধর, অনুপ চন্দ্র প্রমুখ।

করিমগঞ্জের বৃদ্ধাশ্রম বেলাভূমিতে বিশ্বশান্তি দিবস পালিত সামাজিক সংগঠনের

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ ইনার হুইল ক্লাবের উদ্যোগে আজ ২১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় বৃদ্ধাশ্রম "বেলাভূমি'র আবাসিকদের নিয়ে বিশ্ব শান্তি দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন প্রথমে বিশ্ব শান্তি দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য পেশ করেছেন ইনার হুইল ক্লাবের সভানেত্রী পূরবী দে, সম্পাদিকা রুবি নন্দি, সদস্যা অঞ্জনা চৌধুরী, বেলাভূমির পক্ষে অপর্ণা দেব প্রমুখ।

বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে শান্তির প্রতীক হিসেবে এক জোড়া পায়রা ওড়ানো হয়েছে। এছাড়া বেলাভূমির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আবাসিকদের মধ্যে ফল বিতরণ করেন ক্লাবের সদস্যরা। তাদের সঙ্গে কিছু সময় সৌজন্যমূলক কথাবার্তা করে সুন্দর সময় কাটিয়েছেন ইনারহুইল ক্লাবের কর্মকর্তারা। বিশ্ব শান্তি দিবস সম্পর্কিত একটি বার্তালিপি করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের সামনে প্রদর্শিত করা হয়েছে আজ।

করোনা আক্রান্ত পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীরকুমার জানা

পাথরপ্রতিমা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার করোনা আক্রান্ত পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীরকুমার জানা। সোমবার তাঁর লালা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

এদিন পাথরপ্রতিমার গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সত্তরোর্ধ বিধায়কের পরিবারের লোকজন ও তাঁর সংস্পর্শে আসা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ সকলের রাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। বেশিরভাগেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। প্রসঙ্গত, ১২ সেপ্টেম্বর আসানসোল পুরনিগমের মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। উত্তর ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা স্বরূপনগরের বিধায়ক বীণা মণ্ডলের লালা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তিনি হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন। তার আগেও রাজ্যের শাসকদলের বেশ কয়েকজন বিধায়ক করোনায় আক্রান্ত হন। করোনার থাবায় মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ ও সমরেশ দাসের।

বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হোক, লোকসভায় দাবি অধীরের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির দেওয়ার দাবিতে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় সরব হলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

সোমবার অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, আধুনিক ভারত এবং বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য সবথেকে বেশি সমৃদ্ধশালী। ফলে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হোক।যে ছটি ভাষাকে ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বাংলার কোন বিরোধ নেই। কোন ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার মানদন্ড নেই। বাংলা ভাষার যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই নিরিখে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। এদিন বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই তামিল, ওডিয়া, সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নর, মালায়ালাম ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুজোর মধ্যে হবে না নেট পরীক্ষা, রাজ্যের দাবি মেনে নিল কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজ্যের দাবি মেনে নেট পরীক্ষা পিছিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। দুর্গাপুজোর মধ্যে হবে না নেট পরীক্ষা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল এমনটাই তৃণমূল সাংসদ দিনেশ ত্রিবেদীকে জানিয়েছেন বলে খবর। যদিও এ বিষয়ে ইউজিসি এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করেনি।

করোনার জেরে একাধিক রাজ্য জয়েন্ট ও নিট পরীক্ষা স্থগিতের আবেদন জানিয়েছিল। কেন্দ্র সেই দাবি মানেনি। এরই মধ্যে আগামী ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর অর্থাৎ দুর্গাপুজোর পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে ইউজিসি নেট পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র। পুজোর মধ্যে পরীক্ষার বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস।নেট পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে এনটিএ-কে চিঠি দেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

পাশাপাশি, দুর্গাপুজোর মধ্যে নেট পরীক্ষার বিরোধিতা করে তৃণমূল সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালকে নোটিশ দেন। যেখানে লেখা হয়, "দুর্গাপুজো প্রত্যেক বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই সময় প্রত্যেকে উৎসবের মেজাজে থাকেন। পুজোর সময় রাস্তায় যানবাহন যেমন বেশি থাকে, ঠিক তেমনই মানুষের ভিড়ও বেশি থাকে। ফলে পরীক্ষার্থীদের স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সমস্যা হতেই পারে"। একইসঙ্গে পুজোয় নেট পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি জানান তিনি। পরিবর্তে অন্য কোনও দিন পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেন।

সংসদ সূত্রে খবর, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন তৃণমূল সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী। তখনই তাঁকে পরীক্ষার পিছনোর বিষয় আশ্বাস দেন রমেশ পোখরিয়াল। তবে ওই তিনদিনের পরিবর্তে কবে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

রাষ্ট্রপতি সিসির পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল মিশর

কায়রো, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিক ডাকে রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাতাহ আল সিসির পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল মিশর। রবিবার থেকে গিজা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন আল সিসির বিরোধীরা। এর ফলে দেশজুড়ে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মিশরের বেশিরভাগ মানুষ রাষ্ট্রপতি আল সিসির কাজকর্মে অসন্তুষ্ট। একবছর আগেও তাঁর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ হয়েছিল। রবিবার তার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিক মহম্মদ আলি দেশজুড়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল। তাতে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন বড় শহরে মিছিল বের করেন বিক্ষোভকারীরা। গিজা শহরের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ প্রাক্তন সেনাপ্রধান ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাতাহ আল সিসি -এর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। শহরজুড়ে মিছিল করেন। পুলিশ তাঁদের রাস্তা আটকালে শুরু হয় বিবাদ। পুলিশ লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার পাশাপাশি তাদের একটি গাড়ি পুড়িয়েও দেওয়া হয়।

অন্যদিকে মিশরের রাজধানী কায়রোর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত আল বাসাতিন জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও অসংখ্য মানুষ প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের বেশিরভাগের হাতে রাষ্ট্রপতি বিরোধী পোস্টার ছিল। একই ছবি দেখা যায় মাড়ি জেলাতেও। অন্যান্য শহরগুলিতেও বিক্ষোভকারীরা প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি অঘোষিত বনধ পালন করে। এদিন বহু বিক্ষোভকারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর রাষ্ট্রপতি বিরোধী বিক্ষোভে মিশরের বিভিন্ন শহরে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। এই বিক্ষোভ দমন করতে কঠোর পদক্ষেপ নেয় আবদেল ফাতাহ আল সিসির প্রশাসন। কমপক্ষে ২৩০০ মানুষকে আটক করে জেলেও পাঠানো হয়েছিল। এবার তার বর্ষপূর্তিতেও প্রবল বিক্ষোভের সাক্ষী থাকল মিশর।

উদ্ধার নিখোঁজ কাছাড়ের শালচাপড়ার অসীমবাবু লাশ

শিলচর (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ অসীমকুমার দাসলস্কর (৪৭) নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ। শালচাপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ঘাগরাপার দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা অসীমকুমার ওরফে শিবু রবিবার বাড়ি থেকে বাজারের জন্য বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আর ফিরেনি।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও রবিবার তাঁর খোঁজ মেলেনি। অবশেষে সোমবার সকালে শালচাপড়ার নাপিত নালায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে এই অঘটন ঘটেছে এ ব্যাপারে এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না পুলিশ তাঁর

ছয়ের পাতায়

বহিষ্কারের কোনও চিঠিই কাছাড় বিজেপির চার নেতা পাননি, দাবি

শিলচর (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দলবিরোধী আচরণের অভিযোগে দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সে রকম কোনও চিঠি পাননি সৌমিত্র নাথ। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি কখনও দলবিরোধী আচরণ করেননি। প্রসঙ্গত চার বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় স্বাক্ষরিত পৃথক পৃথক চারটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তি কিংবা এ ধরনের কোনও চিঠি তিনি পাননি জানিয়ে সৌমিত্রবাবু বলেন, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। তিনি আইওসি কাজ করে আসছেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে আইওসি থেকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা ও দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য বড়খলা ও শিলচরের দুই বিধায়ক সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোকাল ফর লোকাল নীতির অনুসরণে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সরব হয়েছেন মাত্র। তিনি দলবিরোধী কোনও কথা বলেননি বলে স্পষ্ট জানান সৌমিত্র নাথ।

এছাড়া গত ১৫ সেপ্টেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রায় চল্লিশ জন মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকেরই যে কোনও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে হাতেগোনা চার জনকে টার্গেট করে দলবিরোধী সাজানোর বিষয়টি তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এছাড়া এ পর্যন্ত এ ধরনের কোনও চিঠিও তিনি পাননি বলে জানিয়েছেন।

একইভাবে অনাদি ভট্টাচার্য, বাপ্পা সেন, তীর্থঙ্কর (পাপ্পু) দেবরায়রাও জানান, দীর্ঘ কুড়ি বছর থেকে বিজেপি দলের নীতি ও আদর্শ মেনে সময়ে সময়ে দলের বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন তাঁরা। বিগত দিনে তাঁদের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের কোনও নিদর্শন নেই। তাঁরা সাংগঠনিক অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানে বাকস্বাধীনতার নিরিখেই কথা বলেছেন মাত্র। এখানে দলবিরোধী কার্যকলাপের প্রশ্নই ওঠে না। তবে তাঁরা কেউই এখন পর্যন্ত সরাসরি কোনও চিঠি পাননি। তাই এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছু ভাবছেন না তাঁরা।এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া চিঠিগুলো নিয়ে দলীয়স্তরে অন্তর্কলহের প্রেক্ষপট তৈরি হচ্ছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সোশাল মিডিয়ায় সাংগঠনিক অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুস্বরূপ চিঠিগুলো ভাইরাল হওয়ায় দলীয় কর্মীমহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে। চিঠিগুলোর বৈধতা নিয়েও প্রশ্নচিহ্নের উদ্রেক হয়েছে।

বহু সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড পরীক্ষা ছাড়াই ডিমা হাসাওয়ে খুলেছে বিদ্যালয়

হাফলং (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড প্রটোকল মেনে রাজ্যে খুলল স্কুল কলেজ। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পাঠদান। কিন্তু ডিমা হাসাও জেলায় এখনও বহু সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড পরীক্ষাই হয়নি। তার মধ্যেই রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে সোমবার থেকে বিদ্যালয়গুলিতে শুরু হয়েছে পাঠদান।

রাজ্য সরকার স্কুল কলেজ খোলার আগেই যেখানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছিল, সেখানে কিন্তু ডিমা হাসাও জেলায় এর উল্টোটা ঘটেছে। অভিযোগ, কোভিড টেস্টের জন্য পর্যাপ্ত কিট না থাকার দরুন এখনও ডিমা হাসাও জেলার বহু সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার কোভিড টেস্ট সম্পূর্ণ হয়নি। সোমবার হাফলং সরকারি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে এ রকম দৃশ্যই দেখা গেছে। স্কুল খোলার পর স্কুলের মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকার কোভিড টেস্ট করা হচ্ছে। এই অবস্থায় স্কুলে আসা ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু সুরক্ষিত এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রাজ্য সরকার স্কুল খোলা নিয়ে যে এসওপি তৈরি করেছে, তাতে ছাত্রছাত্রীদের তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে আসতে হবে এবং স্কুলে আসার পর যদি কোনও ছাত্রছাত্রী কোভিডে আক্রান্ত হয় এর জন্য দায়ী থাকবেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমন কথাই শুনালেন হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমীর মজুমদার।

এদিকে রাজ্য সরকারের নির্দেশে সমগ্র রাজ্যে ছয় মাস পর স্কুল খুলেছে আজ। কোভিড-১৯ অতিমারির জন্য গত মার্চ মাস থেকে রাজ্যের সব স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। তার মধ্যে বহু সরকারি বেসরকারি স্কুল জেলা প্রশাসন তথা দুর্যোগে মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অধিগ্রহণ করে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হয়েছিল। ডিমা হাসাও জেলার এ সব বিদ্যালয় সমূহ এখনও ভালো করে সেনিটাইজ করা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠছে। এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের কীভাবে স্কুলে পাঠাবেন অভিভাবকরা, এ নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বপন বর্মণ জানান, তাঁর স্কুল গত ছয় মাস কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ছিল। কিন্তু ভালো করে এখনও সেনিটাইজ করা হয়নি। তিনি সোমবার সকালে স্কুল খোলার আগে সেনিটাইজ করিয়েছেন। এতেই স্পষ্ট সরকারি উদাসীনতার দিকটি। স্বপন বর্মন বলেন, হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক শিক্ষিকার কোভিড পরীক্ষা করা হয়নি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে কোভিড পরীক্ষার কিট না থাকার দরুন শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। অথচ সরকারি নির্দেশ অনুসারে সোমবার থেকে স্কুল খুলে গেছে।

তবে ডিমা হাসাওয়ে সোমবার থেকে সরকারি স্কুলগুলি খুললেও বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও খোলার সিদ্ধান্ত নেয়নি। এদিকে সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি সোমবার একেবারেই ছিল না। হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে তিন জন ছাত্রী ও হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিন জন ছাত্র উপস্থিত ছিল।

৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য কোচবিহারে

ঘোকসাডাঙ্গা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার জেলার পুন্ডিবাড়ির সীমান্তবর্তী এলাকায় ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। খবর যায় বন দফতরে। পাতলাখাওয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেন।

স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা ও পুন্ডিবাড়ি সীমান্তে বাঁশদাহ নতিবাড়ি এলাকার হরি তালুকদারের বাড়ি সংলগ্ন বাঁশ ঝোপে অজগরটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। স্থানীয়রা জানান, প্রায় ৯ ফুট লম্বা অজগরটি বাঁশ ঝোপ থেকে বেড়িয়ে হরি তালুকদারের বাড়ির পাশে ঘুরছিল। পাতলাখাওয়া রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে, অজগরটিকে পুনরায় পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধজাহাজে এই প্রথম দুই মহিলা অফিসারকে মোতায়েন করল ভারতীয় নৌবাহিনী

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের একটি বিশাল ক্ষেত্র খুলে দিল ভারতীয় নৌবাহিনী। এই প্রথম যুদ্ধজাহাজ থেকে বায়ুবাহিত কৌশল নিয়ন্ত্রণ করবেন নৌবাহিনীর দুই মহিলা অফিসার

সাব লেফটেনেন্ট কুমুদিনী ত্যাগি এবং সাব লেফটেনেন্ট রীতি সিং যুদ্ধজাহাজ থেকে বায়ুবাহিত কৌশল নিয়ন্ত্রণ করবেন। এতদিন এই ক্ষেত্রটিতে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এতদিন পর্যন্ত নৌবাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগ করা হলেও তাঁদের যুদ্ধজাহাজে মোতায়েন করা হত না। ক্রিউ কোয়ার্টারগুলিতে নিরাপত্তার অভাব, মহিলাদের ব্যবহারের

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অচেনা তরুণকে স্নানঘরের ভিডিও পাঠিয়েছিলেন তিনি

২০২০ সালে হলিউডে ঘটে যাওয়া অন্যতম আলোচিত ঘটনার মধ্যে থাকতে পারে 'চার্লিস অ্যাঞ্জেলস' ছবির ৩ নায়িকার পুনর্মিলনীর খবরটি। হ্যাঁ, ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া সফল এই হলিউড ছবির তিন নায়িকা ড্রিউ ব্যারিমোর, লুসি লিউ ও ক্যামেরন ডিয়াজ দীর্ঘদিন পর হাজির হলেন এক অনুষ্ঠানে। আয়োজনটির নাম 'দ্য ড্রিউ ব্যারিমোর শো'। এতে এসেই এক বিব্রতকর গল্প জানা গেল। ড্রিউ বললেন, তিনি নাকি ভুলে তাঁর গোসলখানা থেকে করা একটি ভিডিও ক্যামেরন ডিয়াজকে পাঠাতে গিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এক ভক্তকে।

শুরুতেই বলে রাখছি, ঘটনা অত গুরুতর নয়। মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক সিবিএসে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে 'দ্য ড্রিউ ব্যারিমোর শো' শুরু হয়েছে। এই আয়োজনের প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ড্রিউ তাঁর 'চার্লিস অ্যাঞ্জেলস' সহশিল্পী ক্যামেরনের জন্য একটি ভিডিওবার্তা তৈরি করে। ভিডিওতে তিনি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বলেছিলেন। হাতে সময় কম থাকায় গোসলখানার ভেতরে গায়ে তোয়ালে জড়িয়েই ক্যামেরার সামনে কথা বলেছিলেন ড্রিউ। স্নানঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে ড্রিউ তৈরি হচ্ছিলেন তাঁর পরবর্তী মিটিংয়ের জন্য। কথা শেষ হলে ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে ক্যামেরন বরাবর পাঠিয়ে দেন এই ৪৫ বছর বয়সী 'ফিফটি ফার্স্ট ডেট'-এর নায়িকা। কিন্তু ২ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন প্রিয় সহকর্মী ও বন্ধু ক্যামেরন ডিয়াজ ভিডিও বার্তার কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না, তখন খটকা লাগে ড্রিউয়ের। ক্যামেরনকে ফোন করেন। কিন্তু ফোনের ওপাশ থেকে ৪৮ বছর বয়সী ক্যামেরন জানান, 'আমি তো কোনো ভিডিও পাইনি!' সঙ্গে সঙ্গে ড্রিউ ইনস্টাগ্রামের ইনবক্স খুলে দেখেন, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে স্নানঘরের ভিডিওটি তিনি এক অচেনা তরুণকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই তরুণ ড্রিউয়ের ইনস্টাগ্রামের এক অনুসারী ও ভক্ত। তবে এরপর কী হলো সেটা আর অনুষ্ঠানে বলেননি 'চার্লিস অ্যাঞ্জেলস'-এর কেউই। ক্যামেরন শুধু বলেছেন, 'সাত মিনিট লম্বা ভিডিও ছিল ওটা। ওই ছেলের তো পোয়াবারো!' যদিও ক্যামেরনকে শুধরে দিয়ে ড্রিউ বলেন, 'আমি অতটাও বোকা নই যে আপত্তিকর কিছু এভাবেই ভিডিও করে পাঠিয়ে দেব। ওটায় আসলে তেমন কিছু ছিল না।'

ফোনের ওপাশ থেকে ৪৮ বছর বয়সী ক্যামেরন জানান, 'আমি তো কোনো ভিডিও পাইনি!' সঙ্গে সঙ্গে ড্রিউ ইনস্টাগ্রামের ইনবক্স খুলে দেখেন, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে স্নানঘরের ভিডিওটি তিনি এক অচেনা তরুণকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।উল্লেখ্য, ড্রিউ ব্যারিমোরের স্বনামে তৈরি টক শো দেখা যাবে তাঁর 'দ্য ড্রিউ ব্যারিমোর শো' নামের ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলে। অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে ড্রিউ তাঁর জনপ্রিয় সহশিল্পীদের নিয়ে আসবেন, আর আড্ডা দেবেন অনেক অজানা বিষয় নিয়ে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ২ বছর পূর্তি

আয়ুমান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার দ্বিতীয় বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সুবিধাভোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ভারত সরকার দেশব্যাপী আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করেছিলেন। আর্থিকভাবে দুর্বলশ্রেণীর মানুষের কল্যাণার্থে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়। এই প্রকল্পে রাজ্যের সুবিধা লাভে উপযুক্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য পরিবার পিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা উপলব্ধ।

রাজ্যের প্রায় ১৪ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত (ফিল্ড সার্ভে অনুসারে)।এই প্রকল্পের পরিষেবার জন্য ই-কার্ড রাজ্যের সমস্ত তালিকাভুক্ত হাসপাতাল অথবা কমন সার্ভিস সেন্টারগুলিতে করিয়ে নেওয়া যায় ।

এর জন্য রাজ্যের নির্বাচিত পরিবারগুলোকে পরিচয় পত্র, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-র চিঠি, রেশন কার্ড,

আধারকার্ড এবং পূর্বের সচল আর.এস.বি.ওয়াই কার্ড দেখিয়ে এই প্রকল্পের ই-কার্ড নিতে হবে।

শিশুর জন্মের পর বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে এবং বিবাহ সূত্রে নতুন সদস্য পরিবারে যোগ হলে বিবাহ প্রমান পত্র দেখিয়ে প্রকল্পের ই-কার্ড ইস্যু করিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা ই-কার্ড ইস্যু করা হয় ।

প্রত্যেক তালিকাভুক্ত হাসপাতালে আরোগ্য মিত্র আছেন যারা সুবিধাভোগীর ভর্তি, ছুটি, ই-কার্ড ইস্যু ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রযুক্তিগত দিকগুলি দেখেন । ই-কার্ড পাওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তির সময় ই-কার্ড সঙ্গে রাখুন ।ই-কার্ড যদি ইস্যু না হয়ে থাকে তবে উপরোক্ত প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে হাসপাতালের হেল্প ডেস্ক-এ যোগাযোগ করলে সাথে সাথে ই-কার্ড-এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ই-কার্ড ইস্যু হলে প্রকল্পের পরিষেবা পাওয়া সম্ভব । হাসপাতালে ভর্তির সময় এবং ছুটির সময় আরোগ্য মিত্র-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন । তাছাড়া জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে আয়ুমান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি হাসপাতালে প্রত্যেকদিন ইনডোর রোগীদের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিং করা হয় যেন কোন সুবিধাভোগী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন। সম্পতি ৮ জেলা থেকে ৮ জন আরোগ্য মিত্র-কে ওনাদের কাজের নিরিখে সম্মানিত কারা হয়েছে ।

এই প্রকল্পে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, লিঙ্গ অথবা বয়সের কোন সীমা নেই । ত্রিপুরা রাজ্যে ছত্রস্ক্র কন্নপ্রস্ক্রস্ক্রত্ত থল্লস্ক ঋথস্ক্র ঋত্রস্ক্রস্ন্ডস্ক অনুযায়ী যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং আর.এস.বি.ওয়াই. কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে যাদের কার্ড ২০১৬ কিংবা এর পরে ইস্যু করা হয়েছে , সেই সমস্ত পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ৮৮ টি সরকারি হাসপাতাল এবং ২ টি বেসরকারি হাসপাতালকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । এই প্রকল্পে রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের কার্ডিওলজি, ই এন টি, অর্থোপেডিক, ইউরোলজি, গাইনেকোলজি, নিউরোসার্জারি, হৃদরোগ,কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি, কার্ডিও ভাস্কুলার সার্জারি, চক্ষু রোগ, নাক- কান ও গলার রোগ, পলিট্রমা, সাধারণ অপৈচার, ইন্টারভেনশনাল নিউরোরেডিওলজি, প্লাস্টিক অ্যাণ্ড রিকন্সট্রাকটিভ সার্জারি, ওরাল অ্যাণ্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি, মানসিক রোগ এবং বার্ন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সহ মোট ১৫৭৩ -টি চিকিৎসাজনিত এবং অপৈচারজনিত প্যাকেজের সুবিধা রয়েছে।

সাফল্য এক নজরে : (আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত) :

প্রকল্পের শুরু থেকে ২০২০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত রাজ্যের তালিকাভুক্ত হাসপাতাল এবং

কমন সার্ভিস সেন্টার থেকে ১১,৪৬,২৮০ টি গোল্ডেন কার্ড বা ই-কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ।

রাজ্যের ৮২ সুবিধাভোগী প্রকল্পের ই-কার্ড পেয়েছেন ।

৭০,৯৬২ জন সুবিধাভোগী এই প্রকল্পে চিকিৎসিত হয়েছেন এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে

জেনারেল মেডিসিন-এ ৫৫১৮৬ জন, অঙ্কলজিতে ৫৪৪১ জন, সাধারণ শল্য চিকিৎসায় ৮৩২জন এবং

রেডিয়েশন অঙ্কলজিতে ৫৪১ জন সুবিধাভোগী পরিষেবা পেয়েছেন ।

মোট ৩১৬ জন বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পরিষেবা পেয়েছেন।

এই প্রকল্পে প্রায় ৩১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১৪৫৫৫ (ন্যাশনাল) / ১৮০০৩৪৫৩৭৯৭ (ত্রিপুরা) নম্বর-এ যেকোন সময় যোগাযোগ করুন । ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতি ওয়েব সাইট-এ সুবিধাভোগীরা নিজেদের এলিজিবিলিটি বা যোগ্যতা যাচাই জ্রনলন abpmjay.tripura.gov.in ঃ mera.pmô•þ„ওয়েবসাইট দুটি দেখতে পারেন ।

জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান (আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত)

জেলা	কতজন সুবিধাভোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন	মোট কত টাকার দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে
পশ্চিম জেলা (প্রাইভেট হাসপাতাল সহ)	২৯৪৮৬	১২৯৯১৯৮-৪৮৫
সিপাহীজলা জেলা	৪১৯৬	১৫০৩২৬৮০
গোমতী জেলা	১০৪১৩	৩৬৮৫২২২০
দক্ষিণ জেলা	১৭৩২৫	৬৫১৯৬৬৮০
খোয়াই জেলা	৫৪৮১	২২৫১০৪০০
ধলাই জেলা	৪২৬০	১২৭৩৯৮৪০
উত্তর জেলা	৭৬৪৮	২১৩০৪৪৭০
ঊনকোটি জেলা	২১৩৯	৬৯৮৬৭৩০
বহিঃরাজ্যের হাসপাতাল	৩১৬	৭৫২৯১৪৯
	৭০৯৬২ (৬৯৬৩৮ সরকারি হাসপাতাল, ১০০৮ প্রাইভেট হাসপাতাল, ৩১৬ বহিঃরাজ্যের হাসপাতাল)	৩১.৬৫ -কোটি (সরকারি, প্রাইভেট ও বহিঃরাজ্যের হাসপাতাল সহ)

আয়ুমান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার দ্বিতীয় বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় সপ্তাহ ব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচীর চলবে যেমন দুরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলা মাধ্যমে সম্পচারিত টক-শো, প্রকল্প বিষয়ক অডিও ভিজয়্যাল বিপণ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা, অডিও জিঙ্গেল-এর মাধ্যমে সচেতনতা ইত্যাদি. । এই সপ্তাহ ব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচী চলবে ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে এই প্রকল্পের অন্তর্গত যোগ্যতা যাচাই করে ই-কার্ড করে নেয়ার জন্য ও প্রয়োজন অনুসারে যোজনার সুবিধা গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

করোনায় এমি জিতল কে বা কারা

টেলিভিশন অ্যাকাডেমির ২৫ হাজারেরও বেশি সদস্যের ভোটে এবারের বিজয়ী তালিকা নির্বাচিত হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই নিজ নিজ ঘরে বসে অনলাইনে পুরস্কার প্রাপ্তির অনুভূতি ঘরে বসে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তারকারা ঘরে বসে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তারকারাসংগৃহীত করোনা মহামারির কারণে তারকা উপস্থিতি ছাড়াই হয়ে গেল প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডসের ৭২তম আসর। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের স্টেপলস সেন্টারে গতকাল রোববার ফাঁকা মিলনায়তনে এই আয়োজন সঞ্চালনা করেন আমেরিকান তারকা জিমি কিমেল।

টেলিভিশন অ্যাকাডেমির ২৫ হাজারেরও বেশি সদস্যের ভোটে এবারের বিজয়ী তালিকা নির্বাচিত হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই নিজ নিজ ঘরে বসে অনলাইনে পুরস্কার প্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। এমির ৭২তম আসরে মনোনয়ন পাওয়া ১২৫ জনের বাসায় আগে থেকেই রিং লাইট, এইচডি ক্যামেরা, ল্যাপটপ ও মাইক্রোফোন সরবরাহ করা হয়েছিল।

জেন্ডায়া জিতেছেন ইউফোরিয়া সিরিজের জন্য

জেন্ডায়া জিতেছেন ইউফোরিয়া সিরিজের জন্যএএফপি

৭২তম এমি অ্যাওয়ার্ডসের প্রথম সারির বিভাগগুলোর বিজয়ীদের তালিকা

ড্রামা সিরিজ: সাকসেশন

কমেডি সিরিজ: শিট'স ক্রিক

লিমিটেড সিরিজ: ওয়াচমেন

অভিনেতা (ড্রামা সিরিজ): জেরেমি স্ট্রং (সাকসেশন)

অভিনেতা (কমেডি সিরিজ): ইউজিন লেভি (শিট'স ক্রিক)

অভিনেতা (লিমিটেড সিরিজ/মুভি): মার্ক রাফেলো (আই নো দিস মাচ ইজ ট্রু)

অভিনেত্রী (ড্রামা সিরিজ): জেন্ডায়া (ইউফোরিয়া)

অভিনেত্রী (কমেডি সিরিজ): ক্যাথেরিন ও'হারা (শিট'স ক্রিক)

অভিনেত্রী (লিমিটেড সিরিজ/মুভি): রেজিনা কিং (ওয়াচমেন)

পার্শ্ব অভিনেতা (ড্রামা সিরিজ): বিলি ক্রুডুপ (দ্য মর্নিং শো)

পার্শ্ব অভিনেতা (কমেডি সিরিজ): ড্যানিয়েল লেভি (শিট'স ক্রিক)

পার্শ্ব অভিনেতা (লিমিটেড সিরিজ): ইয়াহিয়া আবদুল-মতিন দ্বিতীয় (ওয়াচমেন)

পার্শ্ব অভিনেত্রী (ড্রামা সিরিজ): জুলিয়া গার্নার (অজার্ক)

পার্শ্ব অভিনেত্রী (কমেডি সিরিজ): অ্যানি মারফি (শিট'স ক্রিক)

পার্শ্ব অভিনেত্রী (লিমিটেড সিরিজ): উজু আদুবা (মিসেস আমেরিকা)

পরিচালক (ড্রামা সিরিজ): আন্দ্রি পারেখ (সাকসেশন)

পরিচালক (কমেডি সিরিজ): অ্যান্ড্রু সিভিডিনো ও ড্যানিয়েল লেভি (শিট'স ক্রিক)

পরিচালক (লিমিটেড সিরিজ): মারিয়া শ্রেডার (আনঅর্থডক্স)

চিত্রনাট্যকার (ড্রামা সিরিজ): জেসি আর্মস্ট্রং (সাকসেশন)

চিত্রনাট্যকার (কমেডি সিরিজ): ড্যানিয়েল লেভি (শিট'স ক্রিক)

চিত্রনাট্যকার (লিমিটেড সিরিজ/মুভি/ড্রামাটিক স্পেশাল): ডেমন লিন্ডেলফ ও কর্ড জেফারসন (ওয়াচমেন)

প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান: রুপল'স ড্রাগ রেস (ভিএইচওয়ান)

ভ্যারাইটি টক সিরিজ: লাস্ট উইক টুনাইট উইথ জন অলিভার (এইচবিও)

গভর্নরস অ্যাওয়ার্ড: টাইলার পেরি ও দ্য পেরি ফাউন্ডেশন

যৌন হয়রানির অভিযোগ তুললেন কঙ্গনা

এক টুইটে কঙ্গনার অভিযোগ, বলিউডের কিছু বড় অভিনেতা তাঁর সঙ্গে অসভ্য আচরণ করেছেন।এই বলিউড তারকা জানিয়েছেন, বলিউডের প্রথম সারির কিছু অভিনেতা ভ্যানে, বাসায় বা পার্টিতে ডেকে তাঁকে যৌন হয়রানির চেষ্টা করেছিলেন।

যৌন হয়রানি প্রসঙ্গে বলিউড আবারও সরগরম। সম্প্রতি ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী পায়েল ঘোষ যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন বলিউডের নামকরা নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপের বিরুদ্ধে। পায়েলের সেই অভিযোগের পর যেন বোমা ফাটালেন বিতর্কিত বলিউড তারকা কঙ্গনা রনৌত। অনুরাগকে গ্রেপ্তারের দাবিও করেছেন তিনি। পায়েলকে সমর্থনের পাশাপাশি নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া কিছু যৌন হয়রানির ঘটনাও ফাঁস করেছেন কঙ্গনা।

সম্প্রতি এক টুইটে কঙ্গনার অভিযোগ, বলিউডের কিছু বড় অভিনেতা তাঁর সঙ্গে অসভ্য আচরণ করেছেন। এই বলিউড তারকা জানিয়েছেন, বলিউডের প্রথম সারির কিছু অভিনেতা ভ্যানে, বাসায় বা পার্টিতে ডেকে তাঁকে যৌন হয়রানির চেষ্টা করেছিলেন।

কঙ্গনা টুইটে লিখেছেন, 'পায়েল ঘোষ যা বলেছেন, আমার সঙ্গেও বেশ কয়েকজন বড় নায়ক তা করেছেন।' তাঁর টুইটে আছে, অনেক নামী অভিনেতা নাকি কঙ্গনাকে ভ্যানে বা বন্ধ ঘরে ডেকে যৌন হয়রানি করতেন। এমনকি পার্টিতে নাচের সময় ভিড়ের আড়ালেও কঙ্গনার সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করেছেন, কাজের বাহানায় বাড়িতে এসে অনেকেই নাকি কঙ্গনাকে যৌন হেনস্তা করেছেন।

শুধু তা—ই নয়, কঙ্গনা রনৌত বলিউডের 'মিটু' আন্দোলনকে পুরোপুরি 'ব্যর্থ' দাবি করেছেন। তিনি টুইটে লেখেন, 'মিটু অভিযান বলিউডে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সে সময় ধর্ষণকারী এবং যৌন নির্যাতনকারীরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই এই অভিযান স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি জানি, এর আগের নিপীড়িতদের মতো পায়েল ঘোষকেও ভয় দেখানো হবে। আর তাঁর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের তো একটি সুস্থ ও উন্নত সমাজে বাঁচার অধিকার আছে।'

২০ সেপ্টেম্বর পরপর কয়েক ভাগে দেওয়া কঙ্গনার 'যৌন হয়রানির অভিযোগ' বিষয়ক টুইটগুলো দ্রুত ভাইরাল হয় টুইটারে। এর আগে এই নায়িকা অনুরাগ কাশ্যপের টুইট নিয়ে বলেন, 'পায়েলের সঙ্গে সে যা করেছে, বলিউডে তা প্রায়ই হয়। ইন্ডাস্ট্রির বাইরে থেকে আসা মেয়েদের সঙ্গে যৌনকর্মীর মতো ব্যবহার করা তাদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার।'

সোমবার কংগ্রেসের ডাকা বনধের প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

২০১৯ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে পাথর ছোড়ার ঘটনা কমেছে উপত্যকায় : নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরে পাথর ছোড়া এবং প্রাণহানির ঘটনা ২০১৯ সালের ৫ অগাস্ট এর পর থেকে অনেক কমে গিয়েছে। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে সোমবার এই কথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।

সোমবার সংসদ অনিল দেশাইয়ের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, পাথর ছোড়ার মতন ঘটনা এবং সন্ত্রাসবাদী হানায় সাধারণ নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিহত হওয়ার ঘটনা কমে এসেছে। উপত্যকা থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ৭ আগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী হানা উপত্যকায় হয়েছে ৪৪৩ টি হয়েছে।

অন্যদিকে ৫ আগস্ট ২০১৯ থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী হানার সংখ্যা উপত্যকায় ২০৬। একইভাবে পাথর ছোড়ার ঘটনা যেখানে ছিল ৭০৩ টি সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৩১০।জঙ্গি হামলায় সাধারণের জীবনহানির ঘটনা যেখানে ছিল ৫৪ সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৪৫। নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের মৃত্যুর যেখানে ১২৯ হয়েছিল। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ফলে জম্মু-কাশ্মীরে যে ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতি থেকেই স্পষ্ট।

জ্বলছে কাছাড় বিজেপির অন্দরমহল দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিষ্কৃত চার নেতা, প্রতিক্রিয়া জেলাব্যাপী

শিলচর (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শাসকদল বিজেপির কাছাড় জেলার সাংগঠনিক অবস্থান অত্যন্ত নড়েবড়ে হয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনিক যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দলকে সংকুচিত করে তুলেছেন দলের জেলা সভাপতি কৌশিক রাই। এমন বিস্ফোরক অভিযোগ সাংবাদিকদের জানানোর অপরাধে মূলত চার বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় বহিষ্কারের খবর সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছেন।

কিন্তু বিক্ষুব্ধ বহু বিজেপি নেতাদের মধ্যে বেছে বেছে মাত্র চার জনকে বহিষ্কার করায়ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে জেলায়। বহিষ্কৃত চারজন যথাক্রমে তীর্থাংকর দেবরয় (ভুল বানান), অনদি ভট্টাচার্য্য (ভুল বানান), সৌমিত্র নাথ এবং বাপ্পা সেন। অসমিয়া ভাষায় লেখা পৃথক পৃথক চিঠিতে সাংসদ রাজদীপ রায় উল্লেখ করেছেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে দলবিরোধী কার্যকলাপের গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস তাঁদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে বলবৎযোগ্য বহিষ্কার করেছেন।

তিনি আরও লিখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দলীয় অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হবে না তা আগামী সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে স্পষ্ট করতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ সেপ্টেম্বর বহিষ্কৃত চার জন সহ ২০/২৫ জনের বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা কমিটি, বিশেষ করে জেলা সভিপতির অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁদের ভেতরে ধুমায়িত চাপা ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সেদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাইয়ের বিভিন্ন 'অনৈতিক' কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন স্বদলীয় নেতারা। সেদিন থেকেই মূলত বিজেপির অভ্যন্তরে বিদ্যমান অন্তর্দন্দ্বের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

চুনোপুটি উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, রাঘববোয়াল হবে, কেন্দ্রকে খোঁচা মমতা

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স):কৃষি বিল নিয়ে প্রতিবাদের জেরে ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ ৮ সাংসদের সাসপেন্ড করাতেই মারাত্মক ক্ষিপ্ত রাজ্যের শাসক দল। কৃষি বিল নিয়ে সরবের মাঝেই শ্রম বিল অর্থাৎ ইন্ট্রাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড বিল ২০২০—র বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "চুনোপুটি উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, রাঘববোয়াল হবে" কেন্দ্রকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "৩০০ জনের মতো লোক থাকলে যখন ইচ্ছে তখন ছাঁটাই করতে পারার এই আইন কেন আনছে কেন্দ্র? ৩০০ জনের মত যেখানে আছে সেখানে সরকার ইচ্ছেমতো ছাঁটাই করে দিতে পারবে। কোন আইনকানুন কাজ করবে না। এর আগে এই সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ছিল ৫০, দেশের ক্ষেত্রে ছিল ১০০।বেশিরভাগ শিল্পই ছোট বা মাঝারি আকারের। তাতে এমনিতেই কম শ্রমিক প্রয়োজন। তার ওপর বড় শিল্পে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি চলে আসায় বেশি লোকবল লাগে না। তা ছাড়া করোনা মহামারির জেরে ইতিমধ্যে অনেকে কাজ হারিয়ে বাড়িতে বসে। পাপমোচন করার ক্ষমতা নেই, শাপমোচন করতে বলা হয়েছে। চুনোপুটি উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, রাঘববোয়াল হবে "।

অসমের কলা ও সংস্কৃতি জগতের বহু ব্যক্তির বিজেপিতে যোগদান

গুয়াহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমবার অসমের কলা ও সংস্কৃতি জগতের প্রখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কলা কুশলীরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপির অসম প্রদেশের সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস তাঁদের ফুলাম গামোছা এবং দলের উত্তরীয় পরিয়ে দলে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সংগীত পরিচালক, গীতিকার বিমান বরুয়া, জয়ন্ত কুমার শর্মা, কণ্ঠশিল্পী কল্লোল বরঠাকুর, অভিনেতা তথা পরিচালক বনজিৎ শর্মা, কৌশিক শর্মা, সংগীত ব্যবস্থাপক ভবজ্যোতি দাস, সংগীত শিক্ষক বুলুমণি গোস্বামী, লোকবাদ্য শিল্পী নিকুঞ্জ মেধি, বাদ্য শিল্পী জগদীশ শর্মা, ব্যবসায়ী চিরঞ্জিৎ বরপূজারি, প্রণব কুমার মিশ্র প্রমুখ এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল রাজ্যসভায় গৃহীত কৃষকদের বিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বলেন, এই বিল আইনে পরিণত হলে কৃষকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের হস্তক্ষেপ থেকে রেহাই পাবেন। কোনও সরকারি বেসরকারি সংস্থার বেঁধে দেওয়া নিয়ম ছাড়াই দেশের যে কোনও রাজ্যে নিজের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করার সুবিধা পাবেন কৃষকরা। শাক সবজি ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর অপ্রয়োজনে মূল্যবৃদ্ধি রোধে সহায়ক হবে নতুন প্রস্তাবিত এই বিল। এতে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে। তাই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত এই বিলকে স্বাগত জানান বলে জানান।সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করে রঞ্জিত কুমার দাস বলেন, বিজেপি ছাড়া রাজ্যের অন্য কোনও দল এই ধারাকে কার্যকর করতে পারবে না। তিনি আরও জানান, এনআরসি সমস্যা সমাধানের জন্যও ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।বিজেপির প্রদেশ উপসভাপতি জয়ন্তমল্ল বরুয়ার নেতৃত্বে আজকের অনুষ্ঠানে প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, প্রদেশ সাংস্কৃতিক শাখার আহ্বায়ক যতীন বরা, সহ-আহ্বায়ক বিদ্যা সাগর সমেত রাজ্য স্তরের দলীয় বহু কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

হৃদযন্ত্রের সমস্যা থাকায় মাঠের বাইরে থাকতে হবে আনোয়ার আলিকে

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হৃদযন্ত্রে সমস্যা থাকায় মাঠের বাইরে থাকতে হবে আনোয়ার আলি। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এআইএফএফের স্বীকৃত টুর্নামেন্টে নামতে পারবেন না আনোয়ার আলি।

জলন্ধরে আনোয়ারের বাবা রজ্জাক আলি এই খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন, 'স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে ফুটবলই ছিল ওর নেশা। ফুটবল কেড়ে নিলে ছেলেটা বাঁচবে কী করে!' আনোয়ারের খবরে চিন্তার মেঘ মহামেডান শিবিরে। আনোয়ারকে রেখেই দল সাজিয়ে ছিল সাদা-কালো শিবির। সেখানেও বড়সড় ধাক্কা।

প্রসঙ্গত, হৃদযন্ত্রের সমস্যার কারণে এর আগে আইএসএলের মুম্বই সিটি তাঁকে ছেড়ে দেয়। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে মহামেডানে যোগ দিয়েছিলেন আনোয়ার। মহমেডান কর্তারা আনোয়ারের মেডিক্যাল রিপোর্ট পাঠান এআইএফএফ দফতরে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের মেডিক্যাল টিমের। আকাশ ভেঙে পড়েছে সাদা-কালো কর্তাদের মাথায়। আনোয়ার নিজেও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ডুবে। অপেক্ষা ফেডারেশনের মেডিকেল রিপোর্ট হাতে পাওয়ার। তারপরেই পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবেন অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিশ্রুতিমান ডিফেন্ডার।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সুস্থতা বাড়লেও আতঙ্ক বাড়াচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। এরই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ৩,১৬৫। করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা। একদিনে রাজ্যে সুস্থ ৩,০১১। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,১৬৫ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২,২৮,৩০২ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,০১১। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১,৯৮, ৯৮৩ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৭.১৬ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪,৪২১। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২৪,৮৯৮ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ২৮,৩১,৮৩১ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে।গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩,৩১৩ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

গায়ের জোরে কৃষি বিল পাস, হিটলারি কায়দায় দেশ চলছে, ক্ষুব্ধ মমতা

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স):রবিবার সংসদের উচ্চকক্ষে নয়া কৃষি বিল পেশ নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। কৃষি বিল নিয়ে প্রতিবাদের জেরে ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আর তাতেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, "গায়ের জোরে কৃষি বিল পাস, হিটলারি কায়দায় দেশ চলছে" ।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, " গায়ে জোরে কৃষি বিল পাস করিয়েছে কেন্দ্র।এটি স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয়। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাব। গণতন্ত্রের হত্যা চলছে। এতে গরীব চাষী আত্মহত্যা করবেন। কেউ না খেতে পেয়ে মারা যাবেন। একদিকে করোনা অন্যদিকে মরোনা। অর্থাৎ তুমি না খেতে পেয়ে মরো। কৃষকদের বুলভোজ করা হয়েছে চাষীদের জিনিস লুট করা হবে চাষীদের কাছ থেকে জমি কাড়ার ষড়যন্ত্র"।

উল্লেখ্য, রবিবার সংসদের উচ্চকক্ষে নয়া কৃষি বিল পেশের সময়। এ নিয়ে বিতর্কের জেরে কংগ্রেস সাংসদ রিপুন বোরা, তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং ও ডিএমকে সাংসদ ত্রিরুচি শিবা হরিবংশের পোডিয়ামের মাইক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে

ছয়ের পাতায়

মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র জগৎ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি রূপা গঙ্গোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মাদকের সঙ্গে মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের সম্পর্ক নিয়ে সংসদ চত্বরে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ তথা বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। মানুষকে মাদকাসক্ত করে মেরে ফেলে বলিউড বলে দাবি করেছেন তিনি।সোমবার সংসদ চত্বরে হাতে তিনটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে বলিউডের সঙ্গে মাদকের সম্পর্ক নিয়ে নিন্দায় সরব হন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মুম্বই চলচ্চিত্র জগৎ মানুষকে মাদকাসক্ত করে মেরে ফেলে। নারীদের প্রতি ক্রমাগত অপমান করে যাওয়া হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেউ কোনও পদক্ষেপ নেয় না।মুম্বাই পুলিশ নীরব।তারা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।অনুরাগ কশ্যপের বিরুদ্ধে অভিনেত্রী পায়েল ঘোষ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন তা নিয়ে বলিউড কেন নীরব? মুম্বই পুলিশ কেন অনুরাগ এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না?

উল্লেখ করা যেতে পারে, বলিউডের সঙ্গে মাদক সম্পর্ক নিয়ে সংসদে সরব হয়েছিলেন অভিনেতা রবি কিষাণ।একই ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।বলিউডের ভাবমূর্তি এইভাবে কলুষিত করার জন্য নাম না করে এই দুই অভিনেতা অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছিলেন জয়া বচ্চন।

কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ যুব কংগ্রেসের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কের মাঝেই কেন্দ্রের আনা কৃষি বিল নিয়ে তোলপাড় দেশ। রবিবার কৃষি বিল বিক্ষোভে উত্তাল হয় রাজ্যসভাও। এইসবের মাঝেই এবার কৃষি বিল নিয়ে প্রতিবাদে পথে নামল যুব কংগ্রেস। সোমবার রাজ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস।

কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে রাজভবনের সামনে যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হয়। দেখায় বিক্ষোভ। বিক্ষোভ থেকে যুব কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা আওয়াজ তোলে "কৃষকদের নেতা রাহুল গান্ধীর মতোই হওয়া উচিত।গায়ের জোরে সংসদে বিল পাস হয়েছে। এই বিলে কৃষকরা সর্বশান্ত হবে কৃষি বিল মুন্ডা বাদ এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস। হতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় তারা।

করোনা থেকে সুস্থ হয়ে প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন রুতুরাজ

দুবাই, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের তরুণ ব্যাটসম্যান রুতুরাজ গায়কোয়াড। সোমবার মহেন্দ্র সিং ধোনিদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে যোগ দিলেন রুতুরাজ।

মঙ্গলবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সিএসকে-র দ্বিতীয় ম্যাচের প্রস্তুতি নিচ্ছে রুতুরাজ । শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের অর্থাৎ আইপিএলের ১৩তম আসর। লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে পাঁচ উইকেটে জিতে আইপিএল ২০২০ সূচনা করেন ধোনির নেতৃত্বাধীন চেন্নাই সুপার কিংস। গত আইপিএল ফাইনালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরে ২০১৯ আইপিএল শেষ করেছিল। আর এবার গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করল সুপার কিংস।

সল্টলেক গেস্ট হাউসে মাদ্রাস শিক্ষকদের থাকতে না দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স): ফের অমানবিকতার পরিচয় দিল শহর। মাদ্রাসা শিক্ষক তাই ঠাই হলো না শহরের গেস্ট হাউসে।

সোমবার এই অভিযোগ উঠল সল্টলেকের ডি এল থার্টি নাইন বাড়ির গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে। জানা যাচ্ছে, ১০ জন মাদ্রাসা হাই স্কুলের শিক্ষক পেশাগত কাজে মালদা থেকে আসেন বিকাশ ভবনে। শিক্ষকদের অভিযোগ আগে থেকেই তাদের অনলাইনে সল্টলেকের ডি এল থার্টি নাইন বাড়ির গেস্ট হাউসের তিনটি ঘর বুক করা ছিল। শিক্ষকদের অভিযোগ, ১২০০ টাকা করে তিনটি রুম বুক করে। এরপর এদিন কলকাতায় এসে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সেই গেস্ট হাউসে গেলে তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না বলে অভিযোগ। তাঁদের পাঠিয়ে দেয়া হয় সি এল ১৬৪ বাড়ির গেস্ট হাউস-এ। এরপর সেখানে তাদের ঘন্টা তিনেক বসিয়ে রাখার পর বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ওই শিক্ষকরা। ইতিমধ্যেই পূর্ব বিধান নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযোগকারী শিক্ষকরা।

কেঁচো ধরার ক্ষমতা নেই অজগর ধরবে, বিজেপি সরকার ছি ছি, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি স):ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ ৮ সাংসদের সাসপেন্ড করাতেই মারাত্মক ক্ষিপ্ত রাজ্যের শাসক দল। কৃষি বিল নিয়ে প্রতিবাদের জেরেই ঘটে এই ঘটনা। আর এরপরেই সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে," "কেঁচো ধরার ক্ষমতা নেই অজগর ধরবে। বিজেপি সরকার ছি ছি" বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষি বিল প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেঁচো ধরার ক্ষমতা নেই অজগর ধরবে। এই বিজেপি সরকার আর নেই দরকার। এই বিজেপি সরকার ছিছি সরকার। বিজেপি হচ্ছে সারা দেশের লজ্জা। হাল চাষ করার ক্ষমতা নেই কৃষকের হাল ফেরাবে। আপনার যদি চাষি হন চাষিরা হয়ে যাবে বাসি। চাষিরাও আজকে বলছে টাটা বাই বাই। ভাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই কিল মারার গোসাই। আমরা সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদে সামিল হতে বলছি। সব দল নিজের মতন করে দেশজুড়ে প্রতিবাদ করুন এবার খাদ্যের মহামারী আসতে চলেছে রাজ্যের হাত থেকে সব ক্ষমতা করার চেষ্টা। ঘরে বসে একজনই শুধু রাজ করবে"। গতকালের সানডে ব্ল্যাক সানডে হোয়ে থাকবে। জিএসসি প্রাপ্য রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে না।সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা প্রচার করছে বিজেপি"।

প্রসঙ্গত, রবিবার সংসদের উচ্চকক্ষে নয়া কৃষি বিল পেশের সময় বিতর্কের জেরে কংগ্রেস সাংসদ রিপুন বোরা, তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং ও ডিএমকে সাংসদ ত্রিরুচি শিবা হরিবংশের পোডিয়ামের মাইক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এমনকী, তাঁরা রুলবুক, কাগজপত্রও ছিঁড়ে দেন বলে অভিযোগ। আর এরপরেই আজ দিনের শুরুতেই ডেরেক, রিপুন বোরা-সহ রাজ্যসভার ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়।

আটজন সাংসদের সাসপেনশন নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যসভায় বিরোধী দলের আটজন সাংসদকে সাসপেন্ড করা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ করে চলেছে কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, অগণতান্ত্রিক ভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।সরকারের অতিরিক্ত অহংকার এর জন্যই দেশে বেহাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

সোমবার নিজের টুইট বার্তা রাহুল গান্ধী লিখেছেন, গণতান্ত্রিক ভারতে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথমে চুপ করানোর চেষ্টা হয়েছে তারপর কৃষকদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে এনে আটজন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।এই 'সর্বজ্ঞ' সরকারের না ফুরনো অহংকারের জন্যই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল কেন্দ্রের দিকে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে জানিয়েছেন, শক্তিশালী মোদী সরকার ভারতীয় ভূখণ্ডে চিনা আগ্রাসন রুখতে ব্যর্থ। করোনাকে নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংকটের এই মুহূর্তে অর্থব্যবস্থাকে রক্ষা করত অকৃতকার্য হয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে ক্ষমতা দেখিয়ে আটজন সাংসদকে সাসপেন্ড করতে তৎপর হয়েছিল মোদী সরকার।এই সকল সাংসদদের দোষ ছিল তারা কৃষকদের সপক্ষে সওয়াল করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, একই ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

রায়গঞ্জে দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারের বারখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

রায়গঞ্জ, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বালিজল গ্রামে দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারকে অবিলম্বে বরখাস্তের দাবিতে সোমবার প্রায় তিন শতাধিক গ্রামবাসী রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় খাদ্য ও সরবরাহ দফতরে বিক্ষোভ দেখালেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ডিলারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ডিলারের দুর্নীতির তদন্তের জন্য আধিকারিকরা গ্রামে গেলেও তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে ডিলারের বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করে চলে আসেন।

ছয়ের পাতায়

গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই, সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যসভায় বিরোধী দলের আটজন সাসপেন্ড সাংসদের বিরুদ্ধে পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। গণতন্ত্রের প্রতি কোন রকম আস্থা না দেখিয়ে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অভব্য আচরন করে এক ধরনের গুন্ডাগিরি করে গিয়েছে ওই সাংসদরা বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, চেয়ারম্যান যখন কোন সাংসদের নাম নেন তখন রীতি অনুযায়ী সেই সাংসদকে অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। চেয়ারম্যানের প্রতি অভদ্র আচরণ করে এই নিয়মের পরিপন্থী কেউ আগে কখনো হননি। আটজন সাংসদ অভব্য আচরণ করেছে। এটা এক ধরনের গুন্ডাগিরি। গণতন্ত্রের প্রতি যে কোনও আস্থা নেই সেটা তারা প্রমাণ করে ছেড়েছে। ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশকে লক্ষ্য করে পেপার ছুড়ে মারা হয়েছে। এমনকি তাকে গালিগালাজও করা হয়েছে। এমন ধরনের আচরণ একেবারে কাঙ্ক্ষিতই নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আট জন সাংসদের সাসপেন্ড হওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সমালোচনা করে চলেছে কংগ্রেস। তারই পাল্টা এই মন্তব্য করেন প্রহ্লাদ যোশী।

অনুমতি না নিয়ে অ্যাপে তৃণমূল সাংসদ নুসরতের ছবি ব্যবহারের অভিযোগ

কলকাতা, ২১সেপ্টেম্বর (হি স): অ্যাপে ছবি সাংসদের। কিন্তু জানতেই পারলো না সে। এবার অনুমতি না নিয়েই অ্যাপে ছবি ব্যবহারের অভিযোগ তৃণমূল সাংসদ নুসরতের। সোমবার কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ তারকা সাংসদ।

তারকা সাংসদের অভিযোগ এক ভিডিও চ্যাট অ্যাপে ব্যবহার করা হচ্ছে নুসরাতের ছবি কিন্তু তা সে জানেই না। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল নজরে আসে অভিনেত্রীর। এদিন টুইট করে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

ছয়ের পাতায়

সাংসদ

● প্রথম পাতার পর

পার্টির সঞ্জয় সিং, কংগ্রেসের রাজীব সাতাব, রিপুন বোরা ও সৈয়দ নাসির হুসেন এবং সিপিএম-এর কে কে রাগেশ ও এলামারাম করিম। কিছু কিছু বিরোধী সাংসদ আবার সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির সামনেও বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেছেন। বিশৃঙখার অভিযোগে ৮ সাংসদ সাসপেন্ড হওয়ার বিরোধিতায় তাঁর প্রতিবাদে নেমেছেন। কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'অগণতান্ত্রিক উপায়ে তাড়াহুড়ো করে বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিন্দনীয়। রাজ্যসভায় আমাদের সাংসদদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে আমরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।'

রবিবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা দুটি কৃষি বিল নিয়ে প্রতিবাদের মাঝে ওয়েলে নেমে পড়েন বিরোধী সাংসদরা। ডেপুটি চেয়ারম্যানের সামনে পৌঁছে গিয়ে রুলবুক ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে বলে তুমুল হইচই শুরু করে দেন বিরোধীরা।

বিরোধী সাংসদদের এই আচরণ 'দুর্ভাগ্যজনক, নিন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য নয়' বলেন উপ-রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। তাঁর মতে, বিরোধীদের এই আচরণে সংসদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে।

এর পর সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে অভিযুক্ত ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড করার আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। বিরোধীদের প্রতিবাদের মাঝেই ধ্বনিভোটে ওই আবেদন গৃহীত হয়। তবে সাসপেন্ড হওয়ার পরেও সংসদ চত্বর ছাড়তে অস্বীকার করেন ৮ বিরোধী সাংসদ। সেখানে বসেই তাঁরা রাজ্য সভার চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন।

বাদল

● প্রথম পাতার পর

দ্যা ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প বিল, দ্যা কোর্ট ফিজ বিল, ত্রিপুরা এসসি অ্যান্ড এসটি রিজার্ভেশন বিল, মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন-ভাতা বিল এই আটটি সংশোধনী বিল আজ বিধানসভায় পাস হয়েছে। সমস্ত বিল কোনও বিরোধিতা এবং আলোচনা ছাড়াই ধ্বনি ভোটে পাস হয়েছে।

শুধু মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতনভাতা সংক্রান্ত সংশোধনী বিল সম্পর্কে সংসদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বিধানসভাকে অবগত করেন। তিনি বলেন, করোনার প্রকোপ মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা বাবদ মন্ত্রী, বিধায়ক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতার বেতনের একটা অংশ কেটে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে মোতাবেক এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। তাতে কী পরিমাণ অর্থ সহায়তা বাবদ কেটে রাখা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। তিনি জানান, আগামী মার্চ পর্যন্ত এই সংশোধনী বিল কার্যকর থাকবে।

কাঞ্চনপুরে

● প্রথম পাতার পর

টোকেন হিসেবে প্রতিফলিত হবে। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন ইস্যুতে ত্রিপুরা সরকার আমাদের দাবি না মানলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব আমরা।ড

গ্রামবাসীদের

পাচের পাতার পর

এদিন গ্রামবাসী মহম্মদ নুর ইসলাম জানান, ডিলার লতিফুর রহমান গ্রাহকদের নির্দিষ্ট পরিমানে মালপত্র দিচ্ছেন না। একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। তাই এদিন আমরা ডিলারকে অবিলম্বে বরখাস্ত এবং তাঁর লাইসেন্সের বাতিলের দাবিতে গণডেপুটেশন দিলাম। এরপরেও যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর এক প্রতিনিধি দল খাদ্য সরবরাহ দফতরের আধিকারিক অভিজিৎ ধারাকে স্মারকলিপি দেন। যদিও এ ব্যাপারে খাদ্য আধিকারিক কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

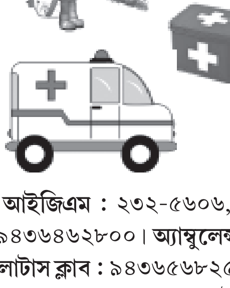

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের কমল সিং রিয়াংয়ের মুসাম্বি বাগান ঘুরে দেখেন মহকুমার কৃষি আধিকারীক মৌসুমী দাস। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পারবেন। বিক্রির জন্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও আন্তঃরাজ্য বিধিনিষেধ থাকবে না। কৃষি নিয়তি বাজারকে কোনও শুল্ক প্রদান করতে হবে না। ব্যবস্থার এই সরলীকরণের ফলে কৃষকরা ঘরে বসেই ই-ট্রেডিঙের মাধ্যমে সঠিকমূল্যে যে কাউকে তার ফসল বিক্রি করতে পারবেন। এর ফলে কৃষকরা যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন বলে কৃষিমন্ত্রী দাবি করেন।

এদিন তিনি বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা চালু করেছে। প্রতি বছর তিন কিস্তিতে ছয় হাজার টাকা সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের (কেসিসি) মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদান করতে মিশন মুডে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫৭ জন কৃষককে কেসিসি ঋণের আওতায় আনা হয়েছে। এজন্য ২৯৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে এ পর্যন্ত ত্রিপুরায় ২ লক্ষ ১০ হাজার ৬৩৪ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে প্রায় ২২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের জন্য পেনশনের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা অর্থ দেওয়ার পর ৬০ বছর পরে প্রতি বছর ৩ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়ার সংস্থান রয়েছে এই প্রকল্পে।

কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করেছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য কৃষকরা যেন তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পান। সেজন্য ধানের পাশাপাশি রাজ্যের উৎকৃষ্ট ফল, সবজি বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, বর্তমান কোভিড-১৯-এর ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও প্রায় ২,০০০ মেট্রিকটন আনারস দেশের বাইরে রফতনি করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বর্তমানে রাজ্যে ২,০৬,০৯২ জন কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিমার প্রিমিয়ামের সামান্য অংশ কৃষকরা বহন করবেন এবং বেশিরভাগই বহন করবে রাজ্য সরকার। এজন্য রাজ্য সরকারের প্রায় ১৬ কোটি টাকা খরচ হবে। কৃষকদের জন্য ১০০ শতাংশ সয়েল হেলথ কার্ড করা হয়েছে। কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য পরামর্শ দিতে কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কৃষকদের ফসল উৎপাদনের খরচ কমিয়ে আনতে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য কৃষকদের কাছে আধুনিক মেশিন সরবরাহ করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে কৃষিমন্ত্রী জানান।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে কৃষকদেরকে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ বছর ১৫ হাজার হেক্টর এলাকা জৈব চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চিরাচরিত চাষাবাদের প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে কৃষকদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা এবং ২২ হাজার হেক্টর জমিতে মাষকলাই চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ভুট্টার ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৬ হাজার টাকা এবং মাষকলাই চাষের ক্ষেত্রে ৯ হাজার টাকা সহায়তা দেবে সরকার। আখ চাষকেও গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আখ চাষে আগ্রহীদের প্রতি হেক্টরে ২০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

সাড়া

● প্রথম পাতার পর

দাবি করেছে, বনধ সর্বাত্মক ও সফল হয়েছে।

কিন্তু সরকারি অফিসগুলিতে আজ কর্মচারীদের উপস্থিতির হার যথেষ্ট ছিল। ত্রিপুরা সরকার বনধের সময় অফিসে অনুপস্থিত থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আগাম সতর্ক করেছিল। সম্ভবত ওই সতর্কবার্তায় কর্মচারীরা বনধের প্রতিকূলতা কাটিয়েও অফিসমুখো হয়েছেন। কোনও কোনও অফিসে কর্মচারীরা নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা দেরিতে পৌঁছেছেন। বিশেষ করে সচিবালয়ে আজ অন্যান্য বনধের তুলনায় কর্মচারীদের উপস্থিতির হার অনেক বেশি ছিল বলেই মনে হয়েছে।

ক্ষুব্ধ মমতা

পাচের পাতার পর

অভিযোগ। এমনকী, তাঁরা রুলবুক, কাগজপত্রও ছিঁড়ে দেন বলে অভিযোগ। যদিও বিরোধীদের দাবি, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানকে রুল বুক দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন ডেরেক। এর পরিপ্রক্ষিতে আজ দিনের শুরুতেই ডেরেক, রিপুন বোরা-সহ রাজ্যসভার ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়।আর তাতেই ক্ষিপ্ত রাজ্যের শাসক দল।

অভিযোগ

পাচের পাতার পর

পদক্ষেপ করার আরজি জানান তিনি। টুইট করে তারকা সাংসদ লেখেন, "এই ধরনের কাজ কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমার অনুমতি ছাড়া আমার ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল বিভাগকে আরজি জানাচ্ছি, দয়া করে তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ করেন। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নিতেও প্রস্তুত আমি"।

ভারতীয় নৌবাহিনী

তিনের পাতার পর

মতো শৌচাগার না থাকা সহ বিভিন্ন কারণে মহিলাদের যুদ্ধজাহাজে বেশি সময়ের জন্য পোস্টিং দেওয়া হত না। তবে তা এবার পালটাতে চলেছে। নৌবাহিনীর মাল্টি-রোল হেলিকপ্টার অপারেট করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কুমুদিনী ত্যাগী এবং রীতি সিংকে। এই দুই মহিলা অফিসারকে যুদ্ধজাহাজে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী বলে মত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সহ সংশ্লিষ্ট মহলের।

অসীমবাবু লাশ

তিনের পাতার পর

পরিবার পরিজনেরা। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে নালায় পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার সকালে শালচাপড়ার নাপিত নালায় শিবুর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খবর দেওয়া হয় শালচাপড়া জিপি সভাপতির প্রতিনিধি আতাউর রহমান বড়ভুইয়াঁকে। তিনি এসে পুলিশকে খবর দেন। স্থানীয়দের সহযোগে মৃতদেহ নালা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

যুক্তিবাদীরা

দুইয়ের পাতার পর

এক শ্রেণীর লোকেরা সাংগঠনিক ভিত্তি দিতে চাইছে। তারা কুসংস্কার প্রচার করার জন্য সংগঠন তৈরি করছে। ফলে এখানেই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমাদের মন পরিবেশের উপাদানে গঠিত। কিন্তু করোনা সংকটের জেরে প্রত্যেক দিন এমন একটা নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে তার থেকে হতাশা এবং উৎকণ্ঠা জন্ম নিচ্ছে। সেই হতাশ এবং উৎকণ্ঠায় প্রকাশ হচ্ছে এই ঘটনা। উল্লেখ করা যেতে পারে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে করোনা সংকটকালে পড়ুয়াদের শারীরিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চূড়ান্ত বর্ষের সেমিস্টার পরীক্ষা আয়োজন না করার আহ্বান করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু। এরপরই বেথুন কলেজের ওই ছাত্রী অসংসদীয় ভাষা প্রয়োগ করে বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য করে গিয়েছে। গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মহানগরীর সাংস্কৃতিক মনস্কতা।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

তা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আদেশনামা রয়েছে। তা সত্ত্বেও জনমনে অযথা ভীতি ও আতঙ্ক তৈরি করতে নানা কায়েমি স্বার্থ, ভুল তথ্য পরিবেশনের নজির রয়েছে। তার ফলে গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অনেক রোগীর হাসপাতালে ভরতির ক্ষেত্রে অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। দেরিতে ভরতি হওয়ার কারণে অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে মৃত্যু হার বেশি।

তিনি বলেন, এটা দেখা গেছে, জিবি হাসপাতাল নিয়ে যতই ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হোক না-কেন মানুষ ভরতি হওয়ার জন্য জিবি হাসপাতালকেই বেছে নিচ্ছেন। এমন-কি কোভিড-১৯-এর মৃদু লক্ষণযুক্ত মামলাগুলিও ডাক্তারের পরামর্শ মতো ভগৎ সিং কোভিড হেলথ সেন্টারে না গিয়ে এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালের বেড দখল করে রেখেছেন। যার জন্য আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে সব ধরনের পরিষেবায় কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে। জেলা হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি কোভিডের জন্য জেলা হাসপাতালে পৃথক ব্যবস্থাপনা রাখার ফলে মৃদু লক্ষণযুক্ত কোভিড রোগীদের প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে।

তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, দেখা গেছে কোনও রকমের অনুমতি না নিয়ে সামাজিক দূরত্ব না মেনে, সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার না করে রাজনৈতিক সভা সমাবেশ, মিছিল, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, যা কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এই বিষয়টি রাজ্যে পরিদর্শনকারী কেন্দ্রীয় দলের নজরে এসেছে।

তিনি বলেন, উচ্চ আদালত রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চেয়েছে। এর উত্তরে রাজ্য সরকার হাইকোর্টের কাছে হলফনামা জমা দিয়েছে। প্রদত্ত তথ্যে আদালত সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এর বাইরেও উচ্চ আদালত আরও কিছু তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, যা যথাসময়ে জমা দেওয়া হবে।

কোনও প্রকার বিভ্রান্তি বা গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের পাশে থেকে দৃঢ়ভাবে এর মোকাবিলা করা। রাজ্য সরকার জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দায়বদ্ধ। এই সময় আমাদের প্রয়োজন ধৈর্য ও সংযমের। চিকিৎসক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাঁদেরকে মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

ওয়াকআউট

● প্রথম পাতার পর

তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

তপনবাবুর অভিযোগ, করোনা পরিস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে জনস্বার্থে কথা বলার কোনও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এমন-কি, করোনা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনার কোনও সুযোগ নেই। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় কাজ, খাদ্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে ঠেকলেও কথা বলার কোনও উপায় মিলছে না। এমনই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ স্বৈরাচারী শাসনের পরিচয় দিচ্ছে বলে তিনি ত্রিপুরা সরকারকে নিশানা করেন।

তপন চক্রবর্তীর বক্তব্য মাঝপথে থামিয়ে অধ্যক্ষ অধিবেশন পরিচালনায় অগ্রসর হন। তখন বিরোধী দলনেতা উঠে দাঁড়ান এবং সরকারকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষের সুরে বলেন, বিধানসভায় যেভাবে চোখ রাঙানি হচ্ছে, তা মোটেও ঠিক নয়। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, বিরোধীদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকতে চাই না। তাঁর অভিযোগ, সারা ত্রিপুরায় শাসক দলের নেতা, বিধায়ক এমন-কি মুখ্যমন্ত্রী নানা সভা সমাবেশ করছেন। অথচ, করোনা ছড়ানোর দায় বিরোধীদের কাঁধে চাপানো হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এখন সাংবাদিকদেরও চোখ রাঙানি হচ্ছে।

এদিন বিধানসভায় বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনার সাথে গলায় প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এতে তুমুল হই-হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বিরোধীদের সরকার বিরোধী স্লোগানের মধ্যেই ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরাও মেজাজ সামলাতে পারেননি। তাঁরাও বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপ করতে থাকেন। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য রঞ্জিত দাস বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, ২৫ বছর ত্রিপুরাকে নরকে পৌঁছে দিয়েছে বামফ্রন্ট। এখন শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ করে চলেছে। বিরোধী এবং ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যদের তীব্র বাদানুবাদে বিধানসভার অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এরই মধ্যে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন সভায় বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। ওই রিপোর্ট সভা কর্তৃক গৃহীত হয়ে যায়। এরই প্রতিবাদে বিরোধীরা বিধানসভা অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। তাতে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য শঙ্কর রায় বিদ্রুপ করে বলেন, করোনা ইস্যুতে মুখ পুড়বে বুঝতে পেরে পালিয়ে যাওয়া উচিত মনে করেছেন বিরোধীরা।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য প্রবীর চক্রবর্তী। বনধকে ব্যর্থ করার জন্য রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানায় প্রদেশ বিজেপি।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষি কাজে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। গত রবিবার রাজ্যসভা কৃষি সংক্রান্ত দুটি বিল পাস হয়েছে। আর সরকার কৃষকদের স্বার্থে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতেই রবিবার বিরোধী দলের সাংসদরা হট্টগোল শুরু করে রাজ্যসভায়। গত রবিবারের পর থেকে রাজ্যের বিরোধী দল গুলিও সেই দুটি বিলের বিরোধিতা করার প্রয়াস চালাচ্ছে। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি পক্ষ থেকে বিরোধীদের এধরনের কার্যকলাপে তীব্র নিন্দা জানান প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন, কৃষকদের স্বার্থে এ দুটি বিল পাস করা হয়েছে। এতে দেশের ৮৬ শতাংশ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষক লাভান্বিত হবে।

কিন্তু বিরোধীরা তথা কংগ্রেস এবং সিপিআইএম এই দুটি বিলকে কেন্দ্র করে যে অপপ্রচার এবং বিভ্রান্ত মানুষের মধ্যে ছড়াতে চাইছে তা দেশের গণতন্ত্রের জন্য অশুভনীয়। কারণ পূর্বে কৃষকদের ৪ হাজার কোটি টাকা দালালদের দিতে হতো। এখন আর দালালদের দিতে হবে না কৃষকদের। কৃষকদের যেমন আয় বাড়বে তেমনি কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে ফসল অনলাইনেও নিজ ইচ্ছে মতো বাজারে বিক্রি করতে পারবে। কৃষকদের ফসল আরো অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব হবে। বিনিয়োগকারী কৃষকরা লাভান্বিত হবে। এবং পূর্বের ন্যায় ৮ শতাংশ লেভি দিতে হবে না। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর এটি প্রথম কৃষকদের সুরক্ষিত এবং সময় উপযোগী ঐতিহাসিক বিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। লক্ষ্য একটাই এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলা। আর সেই লক্ষ্যে গোটা দেশকে এক কাঠামোতে নিয়ে আসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এ ধরনের সিদ্ধান্ত বলে জানান মুখপাত্র। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এ ধরনের উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানায় প্রদেশ বিজেপি পক্ষ থেকেও।

বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

কটাক্ষের সুরে বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করা সিপিএমের চিরাচরিত অভ্যাস। এদিন মন্ত্রী রতনলাল নাথ জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ বৃদ্ধিতে সিপিএমের হাত রয়েছে। সিপিএম করোনা ছড়িয়েছে। এই দাবির স্বপক্ষে তিনি তথ্য তুলে ধরে বলেন, গত কিছুদিন বিনা অনুমতিতে সিপিএম সারা ত্রিপুরায় জনসভা করেছে। তিনি বলেন, ঊনকোটি জেলায় ছয়টি, ধলাই জেলায় ১০টি, খোয়াই জেলায় ১০টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিনটি, সিপাহিজলা জেলায় ২২টি, গোমতী জেলায় ৯টি এবং দক্ষিণ জেলায় ১৪টি জনসভা সিপিএম বিনা অনুমতিতে করেছে। তাঁর দাবি, বিনা অনুমতিতে সভা করার জন্য বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে এবং প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় সিপিএমই করোনা ছড়িয়েছে। অবশ্য এদিন ওই প্রস্তাব নিয়ে উপাধ্যক্ষ কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। এমন-কি আলোচনাও বাড়াননি।

ওয়াকআউট করে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে স্লোগান দিয়ে বিরোধীরা হেঁটে গেলেন মূল রাস্তায়, বাধ্য হয়ে অভিনব এই প্রতিবাদ, বললেন বাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরাবাসীর মুক্তির জন্য বিধানসভা অধিবেশন ওয়াকআউট করার পর বিরোধীরা স্লোগান দিয়ে হেঁটে মূল রাস্তায় গিয়ে থামলেন। অভিনব কায়দায় এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ বাধ্য হয়ে করেছেন বলে দাবি বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরীর। তাঁর দাবি, আমার দীর্ঘ সংসদীয় জীবনে এই প্রথম দেখেছি, কোনও বিরোধী দল বিধানসভা থেকে বেরিয়ে মূল রাস্তা পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখিয়ে হেঁটে গেছে।

সোমবার তিনি বলেন, আজ নিয়মরক্ষার বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে অধিবেশন করতে হয়, তাই আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, এই অধিবেশনে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার সর্বোতে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সারা ত্রিপুরায় এক অস্থিরতা কায়েম হয়েছে। করোনা-প্রকোপে রাজ্যবাসী দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অথচ জনপ্রতিনিধিদের করোনা ইস্যুতে আলোচনার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, এলাকাভিত্তিক করোনা-র সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হলে তবেই মানুষকে ওই অতিমারিতে সহায়তা করা সম্ভব হবে।

এদিন তিনি দাবি করেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকের মতো অরাজক বিজনেস বিধানসভায় রাখা হয়নি। সেখানে কথা বলার ন্যূনতম সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই, আমরা বিরোধীরা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে গেছি। তিনি বলেন, এখানেই থেমে থাকলে চলবে না ভেবে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে স্লোগান দিয়ে মূল রাস্তা পর্যন্ত আমরা হেঁটে গিয়েছি। ত্রিপুরাবাসীর মুক্তির জন্যই বাধ্য হয়ে এই অভিনব কায়দা নিয়েছি আমরা, বলেন তিনি।

তবে বিরোধীদের এই কায়দাকে কটাক্ষ করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যই বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গেছেন বিরোধীরা। সারা ত্রিপুরায় তারাই করোনা ছড়িয়েছেন।

বিজেপির গোলাঘাটি মন্ডল কার্যকরনি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ সেপ্টেম্বর।। সোমবার সিপাহীজলা জেলার গোলাঘাটি বিজেপি মন্ডলের কার্য করনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গোপিনগর কমিউনিটি হলে।. গোলাঘাটি মন্ডলের এ কার্যকরনি বৈঠকের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং গোলাঘাটি মন্ডল সভাপতি নিতাই শীল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কোভিড,- ১৯ এই মহামারী রাজ্য সরকারের নির্দেশ কে মান্যতা করে মুখে মাক্স এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গোপিনগর কমিউনিটি হলে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিজিপি প্রদেশ সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য তিনি সংগঠনকে কিভাবে আরো জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো যায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সুযোগ সুবিধাগুলি প্রকল্পগুলি রয়েছে যাতে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো যায় সেই লক্ষ্যে কর্মীদের কাজ করার আহ্বান রাখেন । সংগঠনকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে কর্মীদের সাথে যাতে আরো যোগাযোগ বেশি করে রাখার জন্য আবেদন রাখেন। সরকারি যে সমস্ত প্রকল্প গুলি রয়েছে গরিব মানুষ যাতে পায় সেই বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

দুই যুবক

আটের পাতার পর

নিয়ে যাচ্ছে ইতিপূর্বে উত্তর ত্রিপুরা জানাতেও ছাগল চুরির ঘটনার সময় দুধ দুজনকে একইভাবে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আহত সাত

আটের পাতার পর

হয়।তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। কুমারঘাট থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। এদিকে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার জারৈলঙএলাকায় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে একটি পুকুরে পড়ে যায়। তাতে লরির চালক এবং সহ চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। লরিটি পণ্য নিয়ে গোহাটি থেকে আগরতলা থেকে আসছিল বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্থানীয় লোকজন রা দমকল বাহিনীকে খবর দেন।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত গাড়ির চালক এবং সহজে লোককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঘিরে উত্তেজনা

আটের পাতার পর

করে আবেদন জানায়। এরফলে বিলোনিয়া ব্যাবসায়ী মহল থেকে শুরু করে যানবাহন চালকেরা সাড়া দেয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব দের অভিযোগ পিকেটিং এর কিছু ক্ষন পরেই বিজেপির কিছু কর্মীরা রাস্তায় নেমে জোর করে দোকান পাট খোলায় এবং যানবাহন মালিকদের খালি গাড়ি চালাতে বাধ্য করে।সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ যখন আবারো কংগ্রেস পিকেটিং করতে কংগ্রেস ভবন থেকে কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা রাস্তায় নেমে মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই পুলিশ বাঁধা দেয়। পুলিশের বাঁধা পেয়ে পিকেটাররা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়।এরপর পুলিশ পিকেটারদের গ্রেপ্তার করে বিদ্যাপিঠ স্কুলে নিয়ে যায়।

গ্রেফতার বরন করে প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী , ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুপ দেব , কংগ্রেস নেতা ভোলানাথ ধর সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। এদিকে কংগ্রেসের অভিযোগ তাদেরকে গ্রেফতার করে যে জায়গাতে রাখা হয়েছে , তা অস্বাস্থ্যকর ব্যাবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে।বিলোনিয়া মহকূমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা জানান , এই বনধকে কেন্দ্র করে কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেনি।

কংগ্রেসের ডাকা বন্ধের কোনোপ্রকার প্রভাবপরেনি শান্তির বাজারে। আজ সমগ্র রাজ্যজুরে কংগ্রেস সমর্থীত কর্মীরা বন্ধের ডাক দিয়েছে। কিন্তু দেখাগেলো কংগ্রেসের ডাকা এই বন্ধের কোনোপ্রকার প্রভাব পরেনি শান্তির বাজার মহকুমায়। শান্তির বাজারে যান চলাচলছিলো অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিক। বাজারে দোকানপাঠ ছিলো খোলা। এই বন্ধ সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ। তিনি জানান আজকে সমগ্র শান্তির বাজারের লোকজন কংগ্রেসের ডাকা এই বন্ধকে প্রত্যাক্ষান করেছে। এছাড়া এই মহামারি চলাকালিন সময়ে কংগ্রেসের ডাকা বন্ধের তীব্র নিন্দা জানান। এদিকে, বক্সনগরেও কংগ্রেসের তরফ থেকে এদিন বন্ধের সমর্থনে পিকেটিং করা হয়েছে।

''বায়ার্ন ছাড়ার সিদ্ধান্ত ছিল সবচেয়ে কঠিন''

বায়ার্ন মিউনিখে অন্তত আরও এক মৌসুম থাকতে পারতেন থিয়াগো আলকান্তারা। তবে ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে চুক্তি শেষের এক বছর আগেই ক্লাবটিকে বিদায় জানালেন স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার। সেই সঙ্গে জানালেন, দীর্ঘ সাত বছরের সম্পর্কের ইতি টানা তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত।আলকান্তারাকে দলে পেতে বায়ার্নের সঙ্গে লিভারপুলের সমঝোতায় পৌঁছানোর বিষয়টি গত বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেন জার্মান দলটির প্রধান নির্বাহী কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে। বৃটিশ গণমাধ্যমের খবর, ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে পেতে প্রায় দুই কোটি পাউন্ড খরচ হবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির। শর্ত সাপেক্ষে এর সঙ্গে যোগ হতে পারে আরও ৫০ লাখ পাউন্ড। ধারণা করা হচ্ছে, লিভারপুলের সঙ্গে তার চার বছরের চুক্তি হতে পারে।টুইটারে এক খোলা চিঠিতে শুক্রবার বায়ার্নকে বিদায় জানান আলকান্তারা। বিদায়বার্তায় ফুটে উঠেছে ক্লাবকে ঘিরে তার ভালোলাগা, ভালোবাসা।

“হ্যাঁ, এটা ছিল আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। গত সাত বছরে যে ক্লাবে খেলোয়াড় হিসেবে বেড়ে উঠেছি ও উন্নতি করেছি, দুর্দান্ত সেই ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”“আমার সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ খেলা সম্পর্কিত। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নিজের উন্নতির জন্য আমার নতুন চ্যালেঞ্জ চাই এবং এটা প্রয়োজনও। এত বছর এখানে আমি ঠিক যা করেছি।”২০১৩ সালে বায়ার্নে যোগ দিয়ে দ্রুত দলের মাঝমাঠের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন আলকান্তারা। মিউনিখের দলটির হয়ে তিনি প্রতি মৌসুমেই জিতেছেন বুন্ডেসলিগা। গতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ জেতেন ট্রেবল।২০২০-২১ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তি ছিল আলকান্তারার। কিন্তু নতুন ঠিকানায় যেতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ইতি টানেন জার্মান ক্লাবটির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের।বায়ার্নের হয়ে সাত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৩৫ ম্যাচ খেলেছেন আলকান্তারা; করেছেন ৩১ গোল, অ্যাসিস্ট ৩৫টি।

ইতালিয়ান ওপেনের শিরোপা হালেপের

ফরাসি ওপেনের প্রস্তুতিটা দারুণ হলো মেয়েদের শীর্ষ বাছাই সিমোনা হালেপের। প্রথমবারের মতো ইতালিয়ান ওপেনের শিরোপা জিতেছেন রোমানিয়ার এই খেলোয়াড়।রোমের ফাইনালে সোমবার কারোলিনা প্লিসকোভা চোট নিয়ে সরে দাঁড়ালে শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যায় হালেপের। তখন ৬-০, ২-১ গেমে এগিয়ে ছিলেন ২০১৭ ও ২০১৮ সালের ফাইনালে হারা ২৮ বছর বয়সী হালেপ।২০ মিনিটের প্রথম সেটের পর চিকিৎসা নেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্লিসকোভা। তবে খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি চেক রিপাবলিকের এই খেলোয়াড়।২০১৮ সালের ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হালেপ করোনাভাইরাস বিরতির আগে-পরে এই নিয়ে টানা ১৪ ম্যাচ জিতলেন।গতবারের চ্যাম্পিয়ন অ্যাশলি বার্টির অনুপস্থিতিতে শীর্ষ বাছাই হিসেবে আগামী শনিবার প্যারিসে শুরু হতে যাওয়া ফরাসি ওপেনে খেলবেন হালেপ। কোভিড-১৯ মহামারীর পরিস্থিতিতে এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতাটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন বার্টি।

শুরুতেই রিয়ালের হোঁচট

হতাশায় শুরু হলো রিয়াল মাদ্রিদের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান। রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে পয়েন্ট হারিয়েছে জিনেদিন জিদানের দল।লা লিগায় রোববার গোলশূন্য ড্র হয়েছে রিয়াল ও সোসিয়েদাদের ম্যাচ। ২০০২ সালের পর এই প্রথম দল দুটির লড়াইয়ে কোনো গোল হলো না।জিতলে কোচ হিসেবে লা লিগায় জয়ের সেঞ্চুরি হতো জিদানের। উপলক্ষ রাঙাতে পারেননি রিয়ালের খেলোয়াড়রা। জমাট রক্ষণ ভাঙার সৃষ্টিশীলতা ছিল না তাদের খেলায়। খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেননি তারা। গতবার কোপা দেল রের কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে রিয়ালকে বিদায় করে দেওয়া সোসিয়েদাদ শুরু থেকে ছিল রক্ষণাত্মক। নিজেদের অর্ধে এক রকম গুটিয়ে ছিল দলটি।রদ্রিগো-ভিনিসিউস-মার্টিন ওডেগার্ডরা ভাঙতে পারেননি জমাট রক্ষণ। গতি আর পায়ের কারিকুরিতে বাঁ দিকে ভীতি ছড়ান ভিনিসিউস, কিন্তু ফাইনাল পাস দিতে পারেননি তিনিও।পঞ্চদশ মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে সুযোগ নষ্ট করেন করিম বেনজেমা। প্রথমার্ধে ছয় কর্নারের একটি থেকে গোলের আশা জাগিয়েছিল রিয়াল। ৩৪তম মিনিটে সের্হিও রামোসের বুলেট গতির ভলি সোসিয়েদাদের একজনের গায়ে লেগে বাইরে চলে যায়।খেলার ধারার বিপরীতে ৪২তম মিনিটে প্রতি-আক্রমণে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল সোসিয়েদাদ। খুব কাছ থেকে আলেকজান্ডার ইশাকের শট এগিয়ে এসে পা বাড়িয়ে ব্যর্থ করে দেন থিবো কোর্তোয়া। এটাই ছিল প্রথমার্ধের সেরা সুযোগ।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে প্রথম সুযোগটা পায় সোসিয়েদাদ। ৪৭তম মিনিটে পোর্তোর চিপ পাসে আন্দের বাররেনেটিয়ার ভলি একটুর জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। এরপর অবশ্য আবার খোলসে ঢুকে যায় সোসিয়েদাদ। একের পর এক আক্রমণ করা রিয়াল ভুগছিল রক্ষণ ভাঙতে। ৬২তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে আচমকা শটে চেষ্টা করেন বেনজেমা, কিন্তু গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি তিনি।৭৮তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে দারুণ একটা সুযোগ আসে রিয়ালের সামনে। নিজেদের অর্ধ থেকে টনি ক্রুসের উঁচু করে বাড়ানো বল ধরে এগিয়ে যান বেনজেমা। নিজে শট না নিয়ে বাড়ান সুবিধাজনক জায়গায় থাকা মার্ভিন পার্ককে, অভিষিক্ত এই তরুণ তালগোল পাকিয়ে হতাশ করেন দলকে।এরপর তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দলই। টানা দ্বিতীয় ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে সোসিয়েদাদ। আসরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে নামলো রিয়াল। পরের সপ্তাহে নামবে বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদ ও সেভিয়াও।

দারুণ জয়ে মৌসুম শুরু ইউভেন্তুসের

ঘরের মাঠে রোববার রাতে সেরি আয় নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে তুরিনের ক্লাবটি। তাদের দ্বিতীয় গোলটি করেন লিওনার্দো বোনুচ্চি।ডাগআউটে আন্দ্রেয়া পিরলোর শুরুটা হলো জয়ে রাঙানো। মাওরিসিও সাররিকে সরিয়ে গত অগাস্টে সাবেক তারকা এই মিডফিল্ডারকে দায়িত্ব দেয় ইউভেন্তুস।ইউভেন্তুসের জার্সিতে অভিষেকটা রাঙাতে একেবারেই দেরি করলেন না কুলুসেভসকি। ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে ডি-বক্সে রোনালদো বল হারালে পেয়ে যান তরুণ সুইডিশ এ মিডফিল্ডার, প্রথম ছোঁয়ায় বাঁ পায়ের দারুণ শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি।ভাগ্য সহায় থাকলে ২৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো; রোনালদোর জোরালো শট ক্রসবারে বাধা পায়। ১০ মিনিট পর আবারও হতাশ করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। অ্যারন র‍্যামজির শট প্রতিপক্ষের পায়ে প্রতিহত হয়ে বল যায় তার পায়ে, এবারও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জানলুকা ফ্রাবোত্তার জোরালো শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান সাম্পদোরিয়া গোলরক্ষক। ৫৮তম মিনিটে আবারও ব্যর্থ রোনালদো; আট গজ দূর থেকে তার বাঁ পায়ের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়।৭৮তম মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় ইউভেন্তুস। কর্নারে তাদের প্রথম প্রচেষ্টা গোলরক্ষকের বুকে প্রতিহত হওয়ার পর খুব কাছ থেকে জালে বল ঠেলে দেন বোনুচ্চি। পাঁচ মিনিট পর ভয়চেখ স্ট্যাসনির নৈপুণ্যে জাল অক্ষত থাকে ইউভেন্তুসের। আলবিন একদালের হেড দারুণ ক্ষিপ্রতায় ঠেকান পোলিশ এই গোলরক্ষক। ৮৮তম মিনিটে অবশেষে গোলের দেখা পান রোনালদো। র‍্যামজির পাস ডি-বক্সে ডান দিকে পেয়ে কোনাকুনি শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। বল দূরের পোস্টে লেগে জালে জড়ায়।প্রথম রাউন্ডে আরও জিতেছে জেনোয়া, নাপোলি ও ফিওরেন্তিনা।

ভিদালকে মেসির আবেগঘন বিদায়ী বার্তা

এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। তবে বার্সেলোনা ছেড়ে আর্তুরো ভিদালের ইন্টার মিলানে যোগ দেওয়া প্রায় নিশ্চিত। প্রিয় সতীর্থের বিদায়বেলায় আবেগঘন এক বার্তা দিয়েছেন লিওনেল মেসি।গত মাসে কাম্প নউয়ে কোচ হয়ে আসার পর রোনাল্ড কুমান স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তার পরিকল্পনায় নেই ভিদাল। এরপর থেকেই ৩৩ বছর বয়সী এই চিলিয়ান মিডফিল্ডারের দলবদল নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।সবকিছু প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিদালকে আবেগঘন বিদায়ী বার্তা দিয়েছেন দলীয় অধিনায়ক।“প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেইতোমাকে সবসময় অসাধারণ একজন মানুষ মনে হয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে জানার সৌভাগ্য হওয়ার পর আরও অবাক হয়েছি। এই দুই বছরে আমরা অনেক কিছু ভাগাভাগি করেছি এবং তুমি তোমার চিহ্ন রেখেছ, ড্রেসিং রুম তোমাকে মিস করবে আর্তুরো ভিদাল। নতুন ক্লাবে নতুন অধ্যায়টা যেন দারুণ কাটে এই ছাড়া কিছুই চাই না। আবার আমাদের দেখা হবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।”গণমাধ্যমের খবর, সেরি আর দলে ভিদাল দুই বছরের চুক্তিতে সাক্ষর করবেন, ট্রান্সফার ফি প্রায় দশ লাখ ইউরো। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বিভিন্ন বোনাস।সবকিছু চূড়ান্ত করতে বর্তমানে মিলানেই আছেন ২০১৮ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে কাতালান দলটিতে যোগ দেওয়া ভিদাল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে সোমবার।২০১১-১২ থেকে টানা চার মৌসুমে ইউভেন্তুসের হয়ে সেরি আর শিরোপা জেতেন ভিদাল। ২০১৫-১৬ থেকে টানা তিন মৌসুমে বুন্ডেসলিগার শিরোপা জেতেন বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে। ২০১৮-১৯ মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে জেতেন লা লিগা।

জাতীয় দলকে রাকিতিচের বিদায়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার রাকিতিচের অবসরের কথা জানায় ক্রোয়েশিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। দলটির অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ, কোচ জাতকো দালিচ ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দাভর সুকেরের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার।রাশিয়া বিশ্বকাপে দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন রাকিতিচ। ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ৪-২ ব্যবধানে হেরে যায় তার দল।দেশের হয়ে ১০৬ ম্যাচে ১৫ গোল করা এই ফুটবলার জানান, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া তার জন্যে সহজ ছিল না।“ক্রোয়েশিয়া জাতীয় দলকে বিদায় বলে দেওয়া আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে আমার মনে হয়েছে, বিদায় বলার এটাই সঠিক সময়।”“মাতৃভূমির হয়ে খেলা প্রতিটা ম্যাচ আমি উপভোগ করেছি এবং বিশ্বকাপের চিরস্মরণীয় মুহূর্তগুলো আমার প্রিয় মুহূর্তগুলোর অংশ হয়ে থাকবে।”ক্লাব ক্যারিয়ারে বার্সেলোনায় ছয় বছর কাটিয়ে এই মৌসুমেই সাবেক ক্লাব সেভিয়ায় যোগ দেওয়া রাকিতিচ শুভকামনা জানিয়েছেন জাতীয় দলের বন্ধু ও সতীর্থদের।

ইতালিয়ান ওপেনের ফাইনালে জোকোভিচ

রোমে রোববার সেমি-ফাইনালে ৭-৫, ৬-৩ গেমে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৪তম স্থানে থাকা রুদকে হারান প্রতিযোগিতার চারবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ। মেজাজ হারিয়ে লাইন জাজের গায়ে বল মেরে ইউএস ওপেন থেকে ডিসকোয়ালিফাইড হওয়ার পর খেলা প্রথম টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেন তিনি। ফাইনালে জিতলে এটিপি মাস্টার্সে রেকর্ড ৩৬তম শিরোপা জিতবেন এই সার্বিয়ান।শিরোপা লড়াইয়ে জোকোভিচ লড়বেন শেষ আটে রাফায়েল নাদালকে হারানো আর্জেন্টিনার দিয়েগো শয়ার্টসমান ও কানাডার ডেনিস শাপোভালোপের মধ্যকার সেমি-ফাইনালে জয়ীর বিপক্ষে।ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত জোকোভিচ বলেন, আগের মতোই শিরোপা জিততে মুখিয়ে আছেন তিনি।“এখনও আমার শিরোপা জয়ের ক্ষুধা আছে। আর শিরোপা জয়ের জন্য যে অবস্থায় থাকা দরকার, ঠিক সেখানটাতেই আছি আমি।”শুরু থেকে টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হয়ে আসছিল। তবে রোববারের এই ম্যাচে গ্যালারিতে বসার অনুমতি পেয়েছিলেন টেনিসপ্রেমী এক হাজার দর্শক।

MEMORANDUM

Due to unavoidable circumstances, tender for the 4(four) nos works invited vide e-PN!T No. 0411RJEE-V/ AGTIPWD(R&B)/20-21 Dated 14" Aug ,2020 circulated vide this office memo No. Memo No.F.TECH-4/Pt-X/EE-V/2020-21! 175`.',-1814 Dated. Agt the 14th Aug ,2020 is hereby further extended up to 05.10.2020 Important dates are as follows :-1, Period of downloading of Bidding Documents : up to 05,10.2020 . 2. Deadline for online Bidding : 05.10.2020 up to 15.00 hrs. 3. Time and Date of Opening Bid/Bids: 05.10.2020 at 16.00 hrs (if possible) 4. Last date of Bid Validity: 16.03.2021.

ALL other terms & condition etc. will remain unchanged.

" FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-1651/2020-21

(Er. S,K.Nath)
Executive Engineer Agartala Division
No.V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

খাদ্য গোদাম থেকে বোঝাই করা লরি থেকে চল্লিশ বস্তা চাল উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় এর গোপালনগরে খাদ্যগুদামের সামনে চাল বোঝাই লরি থেকে প্রায় চল্লিশ বস্তা চাল আশ্চর্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেছে। লরি চালক ধনেশ্বর দেব রায় জানান গত শনিবার সকাল সাতটা নাগাদ চাল বোঝাই লরি নিয়ে তিনি বিশালঘরে গোকুলনগর খাদ্যগুদামে জা।যান।সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ খাদ্য গুদাম থেকে জানানো হয় শনিবার তার গাড়ির চাল আনলোড করা হবে না।তখন ঐ লরি চালক লোরি সেখানে রেখে আগরতলায় নিজ বাড়িতে চলে আসেন।রবিবার অন্যান্য চালকরা তাকে ফোন করে জানান গাড়ির ত্রিপাল কেটে চাল চুরি হয়ে গেছে।খবর পেয়ে দ্রুত গোকুলনগর এ ছুটে যান গাড়িচালক ধনেশ্বর দেবনাথ। বিষয়টি খাদ্যগুদামের কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়। এ বিষয়ে বিশালগড় থানাতেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো খাদ্যগুদামে আনলোড করার জন্য নিয়ে যাওয়া নদী থেকে কিভাবে চালের বস্তা চুরি হয়ে গেল তা বোধগম্য হচ্ছে না। খাদ্য গুদামের সামনে দাঁড় করানো গাড়িগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কথা।এতসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে খাদ্য গুদামের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা লরি থেকে চালের বস্তা চুরি হয়ে গেছে তা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন লরি চালক ধনেশ্বর দেবনাথ।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন ওই অসহায় গাড়িচালক। চল্লিশ বস্তা চাল চুরির ঘটনার পেছনে বড় ধরনের কোনো আত্মগোপন করে রয়েছে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হলে আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। এখন দেখার বিষয় আসল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পুলিশ কতটা সফল হয়।

পৃথক দুর্ঘটনায় আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উত্তর ত্রিপুরা কদমতলা , খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার জারইল এবং ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট এ তিনটি পৃথক পথদুর্ঘটনায় সাতজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার কদমতলা থানা এলাকার কদমতলা ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি স্কুটি ও টুকটুকের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। জানা গেছে স্কুটি টি দ্রুতবেগে যাচ্ছিল। দ্রুতবেগে যাবার সময় টুকটকে ধাক্কা দেয়। তাতে স্কুটি চালক এবং টুকটুকের দুই যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্কুটি চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। কদমতলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কুমারঘাট এর তরুণী নগরে বাইক দুর্ঘটনায় দু”জন আহত হয়েছে।জানা না জানা যায় দ্রুতবেগে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইক চালক। তাতে বাইক চালক এবং আরোহী দুজনেরই গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে কাঞ্চন বাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের বনধ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/কৈলাসহর/বিলোনীয়া/ শান্তিরবাজার/বক্সনগর, ২১ সেপ্টেম্বর।। কংগ্রেসের ডাকা বন কে কেন্দ্র করে সোমবার ঊনকোটি জেলা এলাকায় ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার খবর মিলেছে। কৈলাসহরে কংগ্রেস ও বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। এর মধ্যে কংগ্রেসের দুইজন এবং বিজেপির তিনজন। তাছাড়া কয়েকজন পুলিশকর্মীও অল্প আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে কংগ্রেস পিকেটিং করার সময় বিজেপির বাইক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়।

প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরোধী সিনহার ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদ সহ অন্যান্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস দল ২১ সেপ্টেম্বর রাজ্যে বন্ধের ডাক দেয়। বন্ধকে সফল করার জন্য রাজধানী আগরতলা শহর রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস নেতা কর্মী সমর্থকরা পিকেটিং করেন।রাজধানী আগরতলা শহরে কংগ্রেস ভবনের সামনে দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থক রা টায়ার পুড়িয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হোন। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও অফিস-আদালতের সামনে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা পিকেটিং করেন। বন্ধের বিরোধিতা করে পাল্টা পিকেটিং করেছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি। বন্ধ সর্বাত্মক সফল হয়েছে বলে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শাসক দল বিজেপির সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছে।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে বন্ধে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে বন্ধের কারণে বেশিরভাগ দোকানপাট খোলেনি ব্যবসায়ীরা। রাস্তাঘাটে তেমন যানবাহন চলাচল করেনি। অফিস-আদালতে বাধ্য হয়ে কর্মচারীদের একাংশ উপস্থিত হলেও তা অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই নগণ্য। আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক পিকেটারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অবশ্য পরবর্তী সময়ে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।কৈলাশহর থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন ভোটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষে কম করে বারো জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর মৃত লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বন্ধের সমর্থনে কংগ্রেস নেতা কর্মী সমর্থকরা পিকেটিং করার চেষ্টা করলে শাসক দলীয় সর্মথকরা তাদের বাধা দেয়। এ দিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ চরম আকার ধারণ করে।পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে।কৈলা শহরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই আরক্ষা প্রশাসন সক্রিয় ছিল।আরক্ষা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা সত্ত্বেও উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে১২ জন রক্তাক্ত হয়েছে।কুমারঘাট থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন বন্ধের সমর্থনে কংগ্রেস সমর্থক রা ও মার্কেটে পিকেটিং করেছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী পিকেটারদের আটক করে। তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে দেওয়ার জন্য পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে সরকার পক্ষ। এভাবে বিরোধীদের আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না বলেও তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে বন কে কেন্দ্র করে সারা পাওয়ার খবর মিলেছে।

গনতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে , বিরোধী দলের নেতা কর্মী, সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি সহ মোট বার দফা দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা ১২ ঘন্টার বনধ বিলোনিয়াতে মিশ্র প্রভাব দেখা যায়। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বদের দাবী বনধ একশ শতাংশ সফল। এই বনধকে সফল করার জন্য বিলোনিয়া আপামর জনগনের প্রতি ধন্যবাদ জানান বিলোনিয়া কংগ্রেস।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধকে কেন্দ্র করে বিলোনিয়াতে মিশ্র সাড়া লক্ষ্য করা যায় । সোমবার সকাল থেকে কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা বন্ধের সমর্থনে স্লোগান তুলে পিকেটিং

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার নাম এমপেনেলমেন্টের নীতি মন্ত্রিসভায় গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর শিল্পী/সাংস্ক’তিক ও অন্যান্য সংস্থা সমূহের একটি নামের তালিকা তৈরি করার জন্য ”ত্রিপুরা পলিসি ফর ীনিং এণ্ড এমপ্যানেলমেন্ট অব কালচার্যাল আর্টিস্টস/অর্গানাইজেশনস” নামে একটি নতুন নীতি সম্পতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। ত্রিপুরা গ্যাজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই নীতি কার্যকর হবে। এই প্রথম রাজ্যে লেখক, শিল্পী ও সাংস্ক’তিক সংস্থার নাম সরকারিভাবে এমপেনেলমেন্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত শিল্পী, লেখক, কবিদের শ্রেণী বিভাগ করার জন্য ২০১৮-এর ৯ আগস্ট মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী ১১ জলাই, ২০১৯ একটি খসড়া তৈরির কমিটি গঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পী, লেখক, ঘোষক/ঘোষিকা, সাউণ্ড অপারেটর, চিত্রশিল্পী, ভিডিওগ্রাফারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যেই এই নীতি প্রনয়ণ করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেসব ক্ষেত্রে শিল্পী, সাজসজ্জা, গ্রাফি’, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফির পেশাদারি লোকদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এই নীতি কমন স্ট্যাণ্ডার্ড গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে।

এই নতুন নীতি অনুসারে গায়ক-গায়িকাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে-’এ’, ’বি’ (হাই) এবং ’বি’। তাদের এই তিন শ্রেণীতে অ্যাক্রিডিটেশন-এর জন্য অডিশন-এর ব্যবস্থা করা হবে। যাদের প্রসার ভারতীর অ্যাক্রিডিটেশন রয়েছে তাদেরও বিষয় ও ধরণ অনুযায়ী ’এ’, ’বি’ (হাই) এবং ’বি’ শ্রেণীতে তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের পক্ষ থেকে অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া হবে। একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ’এ’, ’বি’ (হাই) এবং ’বি’ শ্রেণীতে যন্ত্রশিল্পীদের স্বীক’তি বা অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া হবে অডিশনের মাধ্যমে। যেসব যন্ত্রশিল্পী বিরল বাদ্যযন্ত্র বাজান তাদের অভি’তা ও পরিবেশনার উপর ভিত্তি করে ’এ’ শ্রেণীতে অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া হবে। তাছাড়া, রাজ্যে বিরল বাদ্যযন্ত্র ও লুপ্তপ্রায় (ডাইং আর্ট) শিল্পকে সাংস্ক’তিক উপদেষ্টা কমিটি, ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট/ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়/ট্রাইবেল ফোক মিউজিক কলেজ, খুমুলুঙ ও সমমর্যাদাব. বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

দূ.ব.দর্শনেব. অ্যাক্রিডিটেড নৃত্য শিল্পীদের তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর ’এ’ ও ’বি’ শ্রেণীতে অ্যাক্রিডিটেশন দেবে। তাদের নৃত্য শৈলী ও অভি’তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ করা হবে। সমস্ত একক/সমবেত নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য শৈলী অনুযায়ী অডিশনের মাধ্যমে ’এ’ ’বি’ (হাই) এবং ’বি’ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে। তেমনি নাটক-এর দলগুলিকেও ’এ’ ’বি’ (হাই) এবং ’বি’ শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। প্রতিটি নাট্যদলকে তাদের বিগত পাঁচ বছরের পরিবেশনার সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি ভিডিও ও তাদের দল/সংস্থার প্রোফাইল জমা দিতে হবে। তার উপর ভিত্তি করে তাদের অডিশনের জন্য ডাকা হবে। শ্রতি নাটক-এর ক্ষেত্রেও অডিশনের মাধ্যমে ’এ’ ’বি’ (হাই) এবং ’বি’ শ্রেণী বিভাগ করা হবে। একই পদ্ধতিতে আবৃত্তি/ঘোষক/ঘোষিকা নির্বাচন করা হবে। অডিশন ভাষা ভিত্তিক হবে। চারুশিল্পী/পেইন্টারদেরও তাদের অভি’তার ভিত্তিতে অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া হবে।

প্রতি তিন বছর অন্তর সরকারি তালিকাভুক্ত শিল্পীদের অ্যাপগ্রেডেশন এবং নতুন তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা করা হবে। সেজন্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে আবেদনপত্রের ফরম্যাট পাওয়া যাবে। অডিশনের সময় রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের বিশেষ’গণ বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। একক পরিবেশনার ক্ষেত্রে শিল্পী/ঘোষক/ঘোষিকা/আবৃত্তিকাররা ৫০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা পারিশ্রমিক পাবেন। দলীয় ক্ষেত্রে সেটা হবে ১,৫০০ টাকা থেকে ৬,৫০০ টাকা। রাজ্য ও জেলাস্তরের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই তালিকাভুক্ত শিল্পীদের কাজে লাগানো হবে। নির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ডেকোরেটর/সাউণ্ড সিস্টেম/লাইট সিস্টেম/এল ই ডি সিস্টেম-এর পরিষেবা প্রদানকারী এজেন্সিগুলিকেও তালিকাভুক্ত করা হবে। কাজের মূল্য ২ লক্ষ টাকার বেশি হলে ই-টেণ্ডার করা হবে। কিন্তু ২ লক্ষ টাকার কম হলে রোটেশন সিস্টেমে এজেন্সীগুলিকে কাজ দেওয়া হবে। তেমনি গ্রাফি’, প্রিন্টিং কাজ-এর ক্ষেত্রেও তালিকাভুক্তদের কাজ দেওয়া হবে তাদের কাজের গুণমানের উপর নির্ভর করে। ভিডিওগ্রাফি/ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে রোটেশন ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। দূরদর্শনের তালিকাভুক্তরাও এতে কাজ পেতে পারেন। কমপক্ষে ৫ বছরের অভি’তা থাকতে হবে প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে। বহির্রাজ্যের অনুষ্ঠানে পাঠানোর জন্য ’এ’ ক্যাটাগরির শিল্পী/সংস্থা/লেখক হতে হবে। জাতীয়/আন্তর্জাতিক স্তরে শিল্পী/আই সি সি আর দ্বারা স্বীক’ত শিল্পী ও প্রসার ভারতীর ’এ’ শ্রেণীর শিল্পীরা তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ছাগল চুরি করে যাওয়ার সময় ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। টাকার জলা থানা এলাকার গোলাঘাটি এলাকায় ছাগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি সহ ২ যুবককে আটক করেছেন টিএসআর এবং এসপিও জওয়ানরা। জানা গেছে টাকার জা থানা এলাকায় টিএসআর এবং এসপিও জওয়ানরা নিয়মমাফিক যানবাহন তল্লাশিতে নামে।তল্লাশি চালানোর সময় একে মারতি গাড়ি আটক করে গাড়ির ভেতরে দুটি ছাগল দেখতে পায় টিএসআর ও এসপিও জওয়ানরা। গাড়ির ভিতরে দুটি ছাগল দেখতে পেয়ে টিএসআর এবং এসপিও জওয়ানদের মনে সন্দেহ বাধে। তখন ঐ গাড়িসহ তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা ছাগল চুরির দায় স্বীকার করেছে।ছাগল চুরির দায়ে দু”যুবককে মারুতি গাড়ি সহ টাকা তোলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে টাকার জলা থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই নতুন নতুন কৌশলে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাগল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের কার্যকলাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পশুপালকরা রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়ে ছেন।পশুপালক এরা সাধারণত বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে কিংবা জঙ্গলের আসে পাশে পশু খাবারের জন্য বেঁধে দেন কিংবা ছেড়ে দেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের দুষ্ট চক্র গাড়িতে করে এসব অবলা জীবদের তুলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিএনজি লিকেজ ঘিরে আতঙ্ক উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ সেপ্টেম্বর।। মন্দির নগরী উদয়পুরের রাজারবাঘ এলাকা অল্পেতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আগরতলা থেকে একটি সিএনজি পরিবাহী গাড়ি উদয়পুরের ব্রহ্মাবাড়ি সিএনজি স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।সিএনজি পরিবাহী গাড়িটি উদয়পুরের রাজারবাঘ এলাকায় পৌঁছলে গাড়ির চালক হঠাৎ লক্ষ্য করেন গাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। তখন গাড়িচালক গাড়ি থামিয়ে চিৎকার শুরু করেন।চালকের চিৎকার এবং গাড়ি থেকে ব্যাপকহারে ধোয়া বের হতে দেখে স্থানীয় লোকজন দ্রুত ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ও দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। অবশ্য দমকলবাহিনী আসার আগেই স্থানীয় লোকজন রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে উদয়পুরের রাজারবাঘ এলাকা।সিএনজি পরিবাহী গাড়িটি বিস্ফোরিত হলে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারতো বলে এলাকার জনগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।চালকের বুদ্ধিমত্তার কারণেই বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা মিলেছে বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন। যান্ত্রিক ত্রুটি জনিত কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত এক শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত এক শ্রমিক। আহত শ্রমিকের নাম রাজু দেবনাথ,। বাড়ি বিবেকানন্দ কলোনি এলাকায়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন বিলোনিয়া হাসপাতালে।ঘটনা বিলোনিয়া রাজিব কর্নার এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার অন্যান্য শ্রমিকের সাথে রাজু দেবনাথ রাজিব কর্নারস্থিত এক বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল। বাড়ির ছাদের উপরে চলছে কাজ। রাজু দেবনাথ ছাদের উপর রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল। হঠাৎ কাজ করার সময় রাজমিস্ত্রির কাজে ব্যবহৃত মেশিনের বিদ্যুতের তার সংস্পর্শে আছে রাজু দেবনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে তার দেহের একটি অংশ ঝলসে যায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে অন্যান্য শ্রমিকেরা ছুটে গিয়ে তাকে আহত অবস্থায় বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিলোনিয়া হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত রাজু দেবনাথ কে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দেন। এদিকে হঠাৎ রাজু দেবনাথ বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

লেনদেন নিয়ে বিবাদের জেরে রক্তাক্ত ঠিকেদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ সেপ্টেম্বর।। ঠিকেদারি কাজের হিসাব নিকাশ নিয়ে আহত এক ঠিকেদার। আহত ঠিকেদারের নাম অজিত চৌধুরী। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত অজিত চৌধুরীর পক্ষ থেকে বিলোনিয়া থানাতে মামলা দায়ের করে অভিযুক্ত আদিত্য দত্ত নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বিলোনিয়া বনকর বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

অজিত চৌধুরী ও দুলাল দত্ত সহ পাঁচজনের পাটনার শিপে ঠিকেদার কাজ করছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। ঠিকেদারি কাজের টাকার হিসাব নিকাশ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় তাদের পাটনার শিপের মধ্যে। এরপর সমস্যা সমাধানের জন্য জল গড়ায় বিলোনিয়া মন্ডলে। মন্ডলের কার্যকরতারা নিজেদের ঝামেলা নিজেরাই মিমাংশা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য বলে। এরপর বিভিন্ন সময়ে হিসাব নিকাশে উদ্যোগ নেওয়ার পর বিভিন্ন কারন বশতঃ ঠিকেদারি কাজের হিসাব নিকাশ করা যায় নি। ঠিকেদারী কাজের হিসাব নিকাশ না হওয়ায় পর এই রেশ গিয়ে পরে ঠিকেদারী পার্টনার অজিতের উপর। অজিত চৌধুরীর যখন শ্বশুর বাড়ি থেকে আসার সময় বনকর বাজারের সামনে আসে তখন হঠাৎ ঠিকেদারি পার্টনার অরুন দত্তের ছেলে আদিত্য দত্ত নাকি হিসাব নিকাশ ব্যাপার নিয়ে চড়াও হয়ে মারধর করেছে বলে অভিযোগ করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত অজিত চৌধুরী। ঘটনায় বাজারে উপস্থিত লোকজনেরা ও পেট্রোলিংরত পুলিশ এসে আদিত্য দত্তের মারের হাত থেকে রক্ষা করে অজিতকে। আদিত্য দত্তের মারের আঘাতে অজিত চৌধুরীর চোখে আঘাত পাওয়ার পর রক্তাক্ত হয় এবং বুকে প্রচন্ড আঘাত পায়। অরুন দত্ত ঠিকেদারী কাজের পার্টনার সিপ, ছেলে আদিত্য দত্ত কোন পার্টনার সিপ না ঠিকেদারী কাজের। আদিত্য দত্ত ঠিকেদারী কাজের পার্টনার সিপ না হয়েও কেন ঠিকেদার অজিত চৌধুরীর উপর আক্রমন তা নিয়ে চলছে গুঞ্জন।

অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছতে পারেনি বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। রাস্তা খারাপ থাকায় অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছতে না পারায় বাড়িতেই বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু হল এক মহিলার। বিনাচিকিৎসায় মৃত মহিলার নাম পরমা শীল। ঘটনা আগরতলা পৌরনিগম এলাকার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের আড়ালিয়ার মণ্ডলপাড়ায়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে রাত এগারোটা নাগাদ পরমা শীল অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিকে লকডাউন এবং কার্য চলার কারণে স্থানীয়ভাবে কোনো যানবাহন পাওয়ার সুবিধা ছিল না। অসুস্থ মহিলাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারের লোকজনরা অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করেন। অ্যাম্বুলেন্স যথারীতি পর আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা দেয়।কিন্তু ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের আড়ালিয়ার মণ্ডলপাড়ায় যাওয়ার রাস্তাটি খারাপ থাকায় অ্যাম্বুলেন্স ওই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। রোগীকে নিয়ে আসতে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সটি রাস্তায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালানোর পর অ্যাম্বুলেন্সটি পরমা শীলের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। ততক্ষণে পরমা শীল বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।এলাকাবাসী জানান সময়মতো অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছতে পারলে এবং রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে হয়তো তাকে বাঁচানো যেত।একমাত্র রাস্তার দুরবস্থার কারণেই এম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে না পারায় বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে পরমা শীল নামে ওই মহিলাকে। এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ মন্ডল পাড়ার রাস্তাটি সারাই করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় পরিষদসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে।কিন্তু আড়ালিয়ার মন্ডল পাড়ার রাস্তা সংস্কারের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। রাস্তার দুরবস্থার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।যোগাযোগব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এলাকার মানুষজন মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রসূতি মায়েরা প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করলেও সেখানে থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কিংবা কোন গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই রাস্তা সংস্কারের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে পরিণতি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে বলে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।পরমার শীল এর মৃত্যুর পরও যদি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ঘুম না ভাঙ্গে তাহলে এলাকাবাসী বাধ্য হয়েই বড় ধরনের আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।

বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা দ্বাদশ বিধানসভার অষ্টম অধিবেশন আজ সমাপ্তি হয়। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিধানসভার অধিবেশন আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। তিনি বিধানসভার অধিবেশন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করায় বিধানসভার কর্মচারি, আরক্ষা প্রশাসন, মিডিয়া সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তিন দফা দাবীতে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ ফোরাম ফর প্রোটেকশন অব জার্নালিস্টস এর প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ফোরাম ফর প্রোটেকশন অব জার্নালিস্টস এর উদ্যোগে সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল আজ রাজ্যপাল রমেশ বৈশের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাক্ষাৎকারে ৩ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারক লিপি পেশ করা হয়। স্মারক লিপিতে দাবী করা হয়েছে, সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যার সিবিআই তদন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা ও আততায়ীদের সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া, বিভিন্ন কারণে রাজ্যের যত জন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া, করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের সাংবাদিকদের জন্য একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রভৃতি। এছাড়া রাজ্যের সাংবাদিকদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি সিডিও রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যপাল অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বক্তব্য শুনেছেন। দাবীগুলো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে আলোচনা করবেন বলে রাজ্যপাল প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সঞ্জয় পাল, সাজ্জাদ আলী, প্রণব সরকার, সেবক ভট্টাচার্যী, কমল কলই ও রঞ্জন রায়।

ন্যাশনেল ওয়েবিনার অন আনএম্প্যয়মেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ১৯ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও এর এল ইন্ডিয়া কমিটি বেকারত্ব, এনআরএ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা এই বিষয়ের উপর অক জাতীয় ওয়েবিনারের আয়োজন করে। বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন এডভোকেট জেনারেল শ্রী বিমল চ্যাটার্জি, বরিষ্ঠ আইনজীবী ও সমাজকর্মী শ্রী প্রশান্ত ভূষন, বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী কালীশ্বরম রাজ, প্রখ্যাত সমাজসেবী শ্রী এস আর হিরেমথ এবং এআইডিওয়াও এর সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী রামাঞ্জনাপ্পা আলডাল্লী এই ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন। এআইডিওয়াই-এর সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডঃ জি শশিকুমার এই ওয়েবিনার পরিচালনা করেন।

ছেলের হাতে আক্রান্ত মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২১ সেপ্টেম্বর।। গতকাল রাত্রে বারোটা নাগাদ কাঞ্চনপুরের দাসপাড়া গ্রামের চন্দন দেব বয়স ৩৮ বাড়ি দাসপাড়া। বৃদ্ধা মা প্রবাসিনী দেব বয়স ৬৫ উনার ছোট ছেলে চন্দন দেব নিজের ছেলে মেয়েকে মারধর করেন। মাকে ও মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। কাঞ্চনপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনা মা কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা দাখিল করেন এই ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত করছে। ও এলাকাবাসী থেকে জানা যায় চন্দন দেব নাকি বাড়িঘরে দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের ঝামেলা করেন।

বিধানসভায় স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী রতিমোহন জমাতিয়া, ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল দেবানন্দ কেঁওর, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য গীতামোহন ত্রিপুরা, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য মনোরঞ্জন আচার্য এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণে প্রয়াত ও ভারত-চিন সীমান্তে শহিদ সেনা জওয়ানদের ত্রিপুরা বিধানসভা আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় গত ৩১ আগস্ট দিল্লির সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য তথা প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ রতিমোহন জমাতিয়া দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন কুপিলং গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল দেবানন্দ কেঁওর ৮৩ বছর বয়সে গত ২৫ এপ্রিল গুয়াহাটিস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য গীতামোহন ত্রিপুরা পক্ষাঘাত ও বার্ধক্যজনিত শারীরিক সমস্যায় প্রায় দেড় দশক অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন গত ২০ জুলাই প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

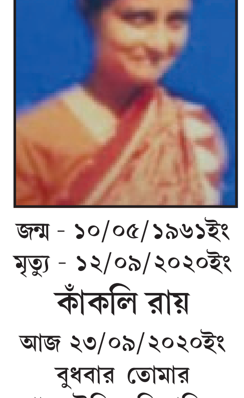

জন্ম - ১০/০৫/১৯৬১ইং
মৃত্যু - ১২/০৯/২০২০ইং
কাঁকলি রায়
আজ ২৩/০৯/২০২০ইং
বুধবার তোমার
পারলৌকিক ক্রিয়াদি ও
শ্রাদ্ধানুষ্ঠান
অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিজ বাসভবনে।
মাঁ-বাবার সাথে
সুখে / শান্তিতে থাকবে।
শোকাহত-
দাদা-বৌদি, ছোড়দা,
ছোটবৌদি, ফুলদা ও
আত্মীয়পরিজনেরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।